ভারতের নয়া শাসনতন্ত্র

BAIKUNTHA BOOK HOUSE

অধ্যাপক শ্রীললিত কুমার মিত্র, এম.এ

ভারতের নয়া শাসনতন্ত্র

(জনসাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়
অতি সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ)

অধ্যাপক শ্রীললিত কুমার মিত্র, এম, এ,
সিটি কলেজ (কমার্স ও জেনারেল বিভাগ)

পরিবেশক,
বৈকুণ্ঠ বুক হাউস
১৮৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

দাম ।৵০ আনা মাত্র

ভূমিকা

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র ইংরাজী ভাষায় রচিত হয়েছে. এখনও আঞ্চলিক ভাষায় এর অনুবাদ বের হয়নি। তাছাড়া বাংলা ভাষায় এর যা অনুবাদ হবে তাতে এক বিরাট গ্রন্থ রচিত হবে। সুতরাং বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য, বিশেষ করে বাংলা ভাষায় কলেজের পরীক্ষার্থী ছাত্রদের জন্য, সংক্ষিপ্ত ও সরলভাষায় নূতন শাসনতন্ত্রের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসহ পুস্তিকা বের করবার নিশ্চয় দরকার। ২৬শে জানুয়ারী এই শাসনতন্ত্রানুযায়ী ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উদ্বোধন হচ্ছে, সে সময়ে এই পুস্তিকাখানি বাঙ্গালীদের যদি কিছু জ্ঞাতব্য সরবরাহ করতে পারে, তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান ক'রব।

এই পুস্তিকা রচনায় পরিভাষা সৃষ্টির কোনও চেষ্টা করিনি,—Union, State ও Article শব্দের পরিবর্ত্তে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার, রাষ্ট্রিয় সরকার ও সূত্র কথাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যান্য শব্দ আশা করি অবোধ্য হবে না।

এই পুস্তিকা রচনায় শ্রী প্রীতি মিত্র, বি, এ, আমাকে নানাভাবে সাহায্য কোরেছেন।

সিটি কলেজ　　　　　　　　　　গ্রন্থকার

১৫।১।৫০

প্রকাশক :—
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সাহা
১৮৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট
কলিকাতা।

মুদ্রাকর—শ্রীরমেশচন্দ্র কর
১১৮।২ বহুবাজার ষ্ট্রীট শ্রীবঙ্কিম প্রেস
কলিকাতা।

ভারতের নয়া শাসনতন্ত্র

(New Constitution of India)

—ঃ০ঃ০ঃ০ঃ—

১৯৪৯ সালের এর ২৬শে নভেম্বর ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে একটী স্মরণীয় দিন। ঐ দিন বেলা ১১-১০ মিনিটে ভারতের গণপরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ উক্ত পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত ভারতের শাসনতন্ত্রে স্বাক্ষর দান করেন। প্রায় তিন বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের ফলে গণপরিষদ যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছেন, তাতে আছে ১৮ পৃষ্ঠার সূচীপত্রসহ২৫১ পৃষ্ঠা,৩৯৫টী সূত্র, ৮টী তপশীল এবং ২২টী অধ্যায়। এই শাসনতন্ত্র ইংরাজী ভাষায় গৃহীত হয়েছে এবং গণপরিষদের সভাপতির নেতৃত্বে এর হিন্দি ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করা হবে। অধিকাংশ সূত্রের এত উপসূত্র আছে যে এই বিরাট শাসনতন্ত্র সাধারণ লোকের এমন কি শিক্ষিত লোকের পক্ষে বুদ্ধি ও স্মরণ শক্তির অতীত হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের শাসনতন্ত্র থেকে উপাদান নিয়ে এর কাঠামো এমনভাবে তৈরী হয়েছে যে, শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার সংযোগ সাধনের ব্যাপারেও জনসাধারণ বেশ খানিকটা বেগ পাবে, তার ফলে আইন জীবিদের 'মরশুম' পড়ে যাবে। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র কি ধরণের হয়েছে একথার সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া মুস্কিল, কারণ এতে বৃটিশ ও আমেরিকার পার্লামেণ্টারী ও প্রেসিডেণ্ট শাসিত উভয় রকমের গভর্নমেণ্ট আছে। যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেণ্টের অন্তরালে প্রবল কেন্দ্রীয় শাসনের ব্যবস্থা আছে। আবার ভারতের প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী উভয়কে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবেদে খতে পাওয়া যাবে। এতে বর্ত্তমানের প্রদেশ, চীফ কমিশনার শাসিত অঞ্চল ও ভারতীয় রাজ্য ও রাজ্যসংঘ নিয়ে গঠিত একটা অসমকক্ষ রাষ্ট্র সমূহের সম্মিলন দেখা যাবে; আবার ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইনের বহু ধারা বিভিন্ন রূপে সংলগ্ন দেখা যাবে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে শাসনতন্ত্র সব দিক

দিয়েই কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং তজ্জন্য দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও রাষ্ট্রের শিশু অবস্থা দায়ী। ভবিষ্যতে অবশ্য শাসনতন্ত্র কি ভাবে চালু হবে, শাসনতান্ত্রিক নিয়মের (Convention) কি ভাবে উদ্ভব হবে এবং শিক্ষিত জনমত কি ভাবে গড়ে উঠ্‌বে তার উপরে এই শাসনতন্ত্রের সফলতা নির্ভর কোর্‌বে। তাছাড়া ভবিষ্যতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে শাসন ও আইন পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা থাকায়, শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রক্রিয়ায় যে কোনরূপে একে রূপায়িত করা চলবে।

আর একটা স্মরণীয় দিন হচ্ছে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০ সাল। এইদিন থেকে ভারতের এই শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ চালু হয়েছে।

এখন যে গণপরিষদ এই শাসনতন্ত্রের রূপ প্রদান করেছেন এবং ভারতে প্রথম প্রজাতন্ত্রের পত্তন করছেন তার স্বরূপটা জানা দরকার,—তাহলে আমরা বুঝবো যে এই শাসনতন্ত্র কতখানি প্রজাসাধারণের দ্বারা গঠিত। ১৯৪৬ সালে মন্ত্রীমিশন আমাদের দেশে এসে যে পরিকল্পনা পেশ করেন, তাতে এক শাসনতন্ত্ররচনাকারী গণপরিষদ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। ঐ প্রস্তাবানুসারে অখণ্ড ভারতের জন্য ৩৮৯টী আসন সহ এই পরিষদ গঠিত হবার কথা। প্রদেশের প্রতিনিধিরা প্রাদেশিক আইন পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হবেন এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরা হয় নির্ব্বাচিত নতুবা রাজন্যবর্গের মনোনীত হবেন। প্রত্যেক ১০ লক্ষ লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি থাকবেন। কিন্তু দেশীয় রাজ্যের কথা দূরে থাক, প্রাদেশিক প্রতিনিধিগণ যে ব্যক্তিদের ভোটের দ্বারা প্রেরিত হন, সেই ব্যক্তিগণ ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন অনুসারে সীমাবদ্ধ ভোটদানের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন এবং তাতে পৃথক ও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রণালীও ছিল। এই ভোট গ্রহণ হয় ১৯৪৬ সালে। সুতরাং দেখা যায় যে সমস্ত ভারতের সার্ব্বভৌম প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দ্বারা জনগণ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত গণপরিষদ কর্ত্তৃক এই শাসনতন্ত্র পাশ করা হয় নি। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইন দ্বারা এই গণপরিষদকেই সার্ব্বভৌম করা হয় এবং শাসনতন্ত্র রচনা করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর এর প্রথম অধিবেশন হয়। পরিষদে প্রকৃত পক্ষে কোনই বিরুদ্ধবাদী দল ছিল না। কংগ্রেস দলই সব কিছু নিরূপিত করেছে।

ভারত ডোমিনিয়নের গণপরিষদের সাধারণ ও মুসলিম সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল :—আসাম ৬, ২, পশ্চিমবঙ্গ ১৬, ৫, উড়িষ্যা ৯, ০, মধ্যপ্রদেশ ১৬, ১, পূর্ব্ব পাঞ্জাব ৮, ৪ ও শিখ ৪ জন। যুক্তপ্রদেশ ৪৭, ৮, বোম্বাই ১৯, ২, বিহার ৩১,

৫, মাদ্রাজ ৪৫, ৪, দিল্লী, আজমীর ও কুর্গ, প্রত্যেকটীর জন্য ১ জন। দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য, মহীশূর ৭, বরোদা ৩, যোধপুর ২, ত্রিবাঙ্কুর ৬, পেপসু (PEPSU) ৩, রাজস্থান ৪, বিন্ধ্যপ্রদেশ ৪, মধ্যভারত ৭, সৌরাষ্ট্র ৪, জম্মু ও কাশ্মীর ৪ ইত্যাদি। পরে আশ্রয়প্রার্থীদের আগমনে তাদের সংখ্যানুপাতে ও রাজ্যসমূহের যোগদানের ফলে, এই প্রতিনিধি সংখ্যায় নানারূপ পরিবর্ত্তন হয়।

কথা উঠেছে যে শাসক গোষ্ঠীতে অত্যধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করলে জনসাধারণের ক্ষমতা হরণ করা হয় এবং প্রকৃত প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয় না। নূতন শাসনতন্ত্রে অত্যধিক কেন্দ্রীভূত সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়েছে। তবে একথাও বলা চলে যে শাসনতন্ত্রে ভারতীয় পার্লামেণ্টকে সার্ব্বভৌম ক্ষমতাশালী করা হয়েছে এবং সার্ব্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের ব্যবস্থা করা হয়েছে সুতরাং ভবিষ্যৎ নির্ব্বাচনের ফলে শাসনতন্ত্রের গতি ও রূপ অনেকখানি জনমতানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে এবং প্রয়োজনানুসারে পরিববর্ত্তিত হতে পারবে। সেদিক দিয়ে বিক্ষোভ ও বিপ্লব ব্যতীত ও নিছক নিয়মতান্ত্রিক পথে শাসনতন্ত্রের রূপ বদলানো যাবে। এইবার আমরা ভারতের এই প্রজাতন্ত্রের মূল বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কোরবো।

১। **প্রারম্ভে** (Preamble) এই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতে ভারতকে "সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র" (Sovereign Democratic Republic) নামে বিশেষিত করা হয়েছে এবং সমস্ত নাগরিকদের জন্য সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাব আনয়ণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক গণতন্ত্র কতখানি স্থাপিত হবে তা বিচার্য্য। কারণ একে বাদ দিলে শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্রে প্রজাতন্ত্র চালু হবে না। গণপরিষদে আর একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে—সাধারণতান্ত্রিক ভারতের সঙ্গে ব্রিটীশ কমনওয়েলথের সম্পর্ক। এখন বৃটীশ কথাটিকে বাদ দিয়ে Commonwealth of Nations" কথাটীকে একটা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। "সাধারণতান্ত্রিক ভারত এই 'জাতিসমবায়ের' পূর্ণ অংশীদার হিসাবে থাকবে এবং ব্রিটীশ রাজকে এই স্বাধীন জাতি সমবায়ের অবাধ সম্মেলনের একটী 'প্রতীক' তথা শীর্ষস্থানীয় হিসাবে গ্রহণ ক'রছে।" * এই আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহেরু যে

* 'The Government of India have declared and affirmed India's desire to continue her full membership of the 'Commonwealth of Nations and her acceptance of the British king as the symbol of the free

ব্যাখ্যা করেন, তাতে ভারত কোন বাহিরের রাষ্ট্রের বা রাজার প্রভাবে থাকবে না বা কোন ভারতীয় নাগরিক রাজার আনুগত্য স্বীকার করবে না। এতে অবশ্য অনেকে পৃথিবীর চক্ষে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে কমনওয়েলথবাসী ভারতীয়দের অধিকার ও স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে ও আর্থিক সঙ্গতি রক্ষার জন্য এ ব্যবস্থা মেনে নিতে হ'য়েছে, এতে আদর্শকে প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়েছে। আমাদের ভুললে চলবে না যে এখনও আর্থিক ব্যাপারে (sterling) ভারতের সম্পর্ক ব্রিটেনের সঙ্গে তথা কমনওয়েলথের সঙ্গে জড়িত। সেদিন ব্রিটীশ পার্লামেণ্ট ভারতীয়দের পূর্ব্ব অধিকার বজায় রাখবার জন্য এক আইনও পাশ করেছেন। যাহোক এটা একটী প্রস্তাব মাত্র—শাসনতান্ত্রিক আইন নয়। পরে পার্লামেণ্ট এ প্রস্তাব নাকচ করে দিতে পারবে।

২। **ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র**—একটী "রাষ্ট্রসমবায়" হবে। ভবিষ্যতে আর "প্রদেশ" এই নাম থাকবে না। শাসনতন্ত্র চালু হবার পূর্ব্বে (১) বর্ত্তমানের প্রদেশ (২) চীফ কমিশনার প্রদেশ ও (৩) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্য বা রাজ্য সমবায়—এই তিন শ্রেণীর "রাষ্ট্র" থাকবে। কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ ছাড়া যদি অন্য কোন অঞ্চল ভারতীয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয় তাও ভারতের শাসনাধীনে থাকবে—এ ব্যবস্থা হয়েছে ভারতে বিদেশী শাসনাধীন এলাকার, এমন কি পাকিস্তানের কোনও অংশের জন্য, যদি তারা ভবিষ্যতে পার্লামেণ্টের ইচ্ছানুসারে ভারতে যোগ দেয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের গঠন, এলাকা হ্রাস বৃদ্ধি, সীমা বা নাম পরিবর্ত্তন, একাধিক রাষ্ট্রের একীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে পার্লামেণ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। এলাকা ও নাম পরিবর্ত্তন ব্যাপারে, অবশ্য প্রথম তপশীলভুক্ত ১ম ও ২য় বিভাগের রাষ্ট্রগুলির মতামত গ্রহণ করতে হবে। শাসনতন্ত্র পাশ হবার সময় থেকে চালু হওয়া পর্য্যন্তও রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তন হতে পারে এবং সে পরিবর্ত্তন প্রেসিডেণ্ট মেনে নেবেন ও সেইমত শাসনতন্ত্র সংশোধন করবেন। শাসনতন্ত্রে যে প্রথম তপশীল দেওয়া আছে তা হচ্ছে:—(নতুন রাষ্ট্রগুলির আয়তন বর্গমাইলে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া গেল)।

association of its independent member-nations and as such the Head of the Commonwealth."

প্রথম ভাগ	দ্বিতীয় ভাগ	তৃতীয় ভাগ	চতুর্থ ভাগ
১। আসাম	১। হায়দ্রাবাদ (৮২৩১৩)	১। আজমীর (২৪২৫)	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (৩১৩৫)
২। বিহার	২। জম্মু ও কাশ্মীর (৮২২৫৮)	২। ভূপাল (৬৯২০)	
৩। বোম্বাই	৩। মধ্যভারত (৪৬৭১০)	৩। বিলাসপুর (৪৫৩)	
৪। মধ্যপ্রদেশ	৪। মহীশূর (২৯০৫৮)	৪। কুচবিহার (১৩১৮)	
৫। মাদ্রাজ	৫। পাতিয়ালা ও পূর্ব্বপাঞ্জাব দেশীয় রাজ্য (১০০৯৯)	৫। কুর্গ (৫৭৪)	
৬। উড়িষ্যা	৬। রাজস্থান (১২৮৪২৫)	৬। দিল্লী	
৭। পাঞ্জাব	৭। সৌরাষ্ট্র (২১৬২০)	৭। হিমাচল প্রদেশ (১০৬০০)	
৮। যুক্তপ্রদেশ	৮। ত্রিবাঙ্কুর কোচিন	৮। কচ্ছ	
৯। পশ্চিমবঙ্গ	৯। বিন্ধ্য-প্রদেশ (২৪৬০০)	৯। মণিপুর (৮৬২০)	
		১০। ত্রিপুরা	

চীফ কমিশনার শাসিত "পন্থ্‌ পিপ্লোদা" অঞ্চল 'মধ্যভারত' এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৯৫০ সালের ১লা, জানুয়ারীতে বিন্ধ্যপ্রদেশ দ্বিতীয় ভাগ থেকে তৃতীয় ভাগে সন্নিবেশিত হয়েছে, অর্থাৎ একে একটী চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ করা হয়েছে।

ঐ তারিখে কুচবিহার পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মাদ্রাজ থেকে অন্ধ্র প্রদেশ গঠিত হবার ব্যবস্থা হয়েছে। এ ভাবে ভবিষ্যতে এই তালিকাভুক্ত অনেক রাষ্ট্রের ভাঙ্গাগড়া চল্‌বে। আবার ফরাসী শাসিত এলাকার অনেক অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৩। **ভারতীয় নাগরিক**—সমগ্রভারতে এক নাগরিকতা থাকবে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন নাগরিকতা হবে না। এ বিষয়ে শাসনতন্ত্রে খুব বিস্তৃত ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা হয়েছে। শাসনতন্ত্র চালু হবার সময়ে বিভিন্ন প্রকার অধিবাসীর উপর নাগরিক অধিকার ন্যস্ত হবে। এই ধারাগুলি বিবেচনা ক'রলে মনে হবে যে নাগরিক অধিকারটা খুব সহজলভ্য ও পরিবর্ত্তনশীল। তাছাড়া ভবিষ্যতে পার্লামেণ্ট এ বিষয়ে কোনরূপ পরিবর্ত্তন আনয়ন করতে ও নূতন ব্যবস্থা করতে পারবে। দেশ ভাগের ফলে, যে আশ্রয়প্রার্থীর সমাগম হয়েছে তাদের নাগরিক অধিকার দেবার জন্য এ ব্যবস্থা হয়েছে।

এই ধারাগুলি মোটামুটি নিম্নরূপ—

(১) যে কেউ ভারতের বাসিন্দা হলে এবং সে এখানে জন্মগ্রহণ করলে অথবা তার পিতামাতা এখানে জন্মগ্রহণ করলে অথবা এখানে অন্ততঃ ৫ বৎসরাধিক বসবাস করলে সে নাগরিক হবে। (২) (ক) যার পিতামাতা বা পিতামহ পিতামহী অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে, সে যদি ১৯৪৮ এর ১৯শে জুলাই এর পূর্ব্বে পাকিস্তান থেকে দেশত্যাগ করে' ভারতে এসে থাকে এবং তারপরে ভারতে অবস্থান করতে থাকলে, (খ) এমন ব্যক্তি যদি ঐ তারিখের পরে ভারতে এসে থাকে তবে নাগরিক অধিকার লাভের জন্য উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা রেজেষ্ট্রিভুক্ত হলে এবং রেজিষ্ট্রেশানের জন্য দরখাস্ত করবার পূর্ব্বে অন্ততঃ ৬ মাস ভারতে অবস্থান করলে' নাগরিক হবে।

(৩) যারা ১লা মার্চ্চ ১৯৪৭ এর পরে ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চ'লে গেছে, কিন্তু তারপরে ভারতের ছাড়পত্র নিয়ে পাকাপাকি বসবাসের জন্য ভারতে ফিরেছে তারাও উপরোক্ত ২(খ) সূত্রানুযায়ী দরখাস্ত করে' নাগরিক হতে পারে।

৪। যারা অবিভক্ত ভারতে জন্ম গ্রহণ ক'রে অবিভক্ত ভারতের বাইরে

আছে তারা যদি ভারতের বৈদেশিক দূতাবাসে দরখাস্ত করে, তবে ভারতের নাগরিক অধিকার লাভ করবে। উপরোক্ত ধারানুযায়ী নাগরিক অধিকার ভবিষ্যতে বজায় থাকবার ব্যবস্থাও হয়েছে। উপরোক্ত (৩) সূত্রানুযায়ী, ভারতের মুসলিম আশ্রয়প্রার্থীর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধকতা হতে পারে। উপরোক্ত (১) সূত্রানুযায়ী অনেক বৈদেশিক যারা স্বেচ্ছায় বিদেশের নাগরিক হয়নি, তারাও ভারতীয় নাগরিক অধিকার লাভ করবে। সুতরাং বাসস্থান ও জন্ম এই দুটীর ভিত্তিতে নাগরিক অধিকার লাভ করা যাবে। কিন্তু naturalisation এর কি আইন হবে তা পার্লামেণ্ট ঠিক করবে।

৪। **মৌলিক অধিকার** (Fundamental Rights)—নতুন শাসনতন্ত্রের এক প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর দ্বারা ভারতীয় নাগরিকের সামাজিক, আর্থিক, ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। এগুলি যাতে ক্ষুন্ন না হয় সে জন্যে প্রয়োজন হলে আদালতের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া অতীতের বা ভবিষ্যতের আইনগুলি এই মৌলিক অধিকারগুলি মেনে চলবে, কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখা গেলে আইনগুলি অগ্রাহ্য হবে, যেমন ১৮১৮ সালের ৩নং আইনটী এর দ্বারা অসিদ্ধ হবে। কিন্তু এই অধিকারগুলি এত আঁট ঘাঁট দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে এদের পরিধি ছোট হয়ে গেছে, তার ফলে সাধারণ লোকের পক্ষে সাধারণ আদালতের শরণাপন্ন হয়ে এগুলি আদায় করে নেওয়া কঠিন। তাছাড়া এতে দেশের শাসন কতৃপক্ষের হাত অনেকভাবে দৃঢ় করা হয়েছে। কোনও গুরুতর পরিস্থিতিতে এগুলি প্রেসিডেণ্ট হরণ করে নিতে পারবেন। অর্থাৎ এক হাতে অধিকার দিয়ে আর একহাতে তা হরণ করা হয়েছে। তবে দেশের সাধারণ পরিস্থিতিতে যদি জনসাধারণ শাসনতন্ত্রকে রূপ দিতে চেষ্টা করে তবে হয়ত সংঘর্ষ না হতে পারে। কিন্তু সংঘর্ষ দেখা গেলে এই মৌলিক অধিকারের কি দশা হবে তা এখন বলা মুস্কিল। কিন্তু এমন অনেক আরও অধিকার আছে যেগুলি এই মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত না করে শাসন তান্ত্রিক নির্দ্দেশ নামায় (Directive Principles) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্মরণ রাখতে হবে যে মৌলিক অধিকারের সীমারেখাগুলি কি হওয়া উচিত তা আদালতের পরে ছেড়ে না দিয়ে বরং অপেক্ষাকৃত নির্দ্দিষ্টভাবে লিখে রাখাই শ্রেয়ঃ। নিম্নলিখিত মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে :—

(১) **আইনের চক্ষে সমানাধিকার** (Equality before the law) —জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ ও জন্মস্থান নির্ব্বিশেষে সকল নাগরিকেরই (ক)

দোকান, জনসাধারণের জন্য রেঁস্তোরা, হোটেল ও আমোদ প্রমোদস্থলে প্রবেশাধিকার থাকবে। (খ) কূপ, পুষ্করিণী, স্নানের ঘাট, রাস্তা ও জনসাধারণের আশ্রয়স্থান ব্যবহারের অধিকার থাকবে। কিন্তু নারী ও শিশুদের জন্য কর্তৃপক্ষ পৃথক ব্যবস্থা করতে পারেন। গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিয়োগ ব্যাপারে সকলকে সমানাধিকার দিতে হবে তবে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যাবে। যে কোনও আকারে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে ও আইনতঃ দণ্ডনীয় হয়েছে। তবে অস্পৃশ্যতার কোনও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হয়নি। সামরিক ও বিদ্যায়তনিক খেতাব ছাড়া কোনরূপ খেতাব দেওয়া হবে না। বৈদেশিক গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত কোনও খেতাব কেহ গ্রহণ করতে পারবে না।

(২) **স্বাধীনতার অধিকার** (Right to freedom)—এখানে আমরা প্রধান বিধি নিষেধগুলি বর্ণনা করব। স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার থেকে কোন নাগরিককে বঞ্চিত করা হবে না বটে কিন্তু উপস্থিত কোন আইনানুসারে করা যাবে। ২২ (ক) সূত্রে বলা হয়েছে যে কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তারের কারণ দেখাতে হবে আর তার ইচ্ছামত একজন আইনজীবির দ্বারা সমর্থিত হবার অধিকার আছে। ২২ (খ) সূত্রে বলা হয়েছে যে গ্রেপ্তারের পরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই ব্যক্তিকে একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাকে আটক রাখা যাবে না। কিন্তু প্রতিবিধানসূচক আটক রাখবার জন্য যদি কোনও আইন থাকে সে ক্ষেত্রে উপরোক্ত সূত্র প্রযোজ্য হবে না। শেষোক্ত ব্যাপারে তিনমাসের বেশী কোনও ব্যক্তিকে আটক রাখা যাবে না। তবে পার্লামেণ্টের কোনও আইনানুযায়ী এবং একটী এডভাইসরী বোর্ডের পরামর্শক্রমে তিন মাসের অধিক আটক রাখা যাবে। পার্লামেণ্ট অবশ্য কোন্ কোন্ ধরণের ব্যক্তিকে এবং সর্ব্বাধিক কত সময় পর্য্যন্ত আটক রাখা যাবে তা নির্দ্দেশ করবে। এসব ব্যাপারে সেই ব্যক্তিকে প্রকাশযোগ্য কারণ দেখাতে হবে ও তার বক্তব্য বলবার সুযোগ দিতে হবে। অন্তর্ব্বর্ত্তিকালীন ব্যবস্থা হিসাবে পার্লামেণ্টে এই আইন পাশ না হওয়া পর্য্যন্ত অথবা শাসনতন্ত্র চালু হবার ১ বৎসর পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্টের আদেশ অনুসারে এই আটক ব্যবস্থা চালু রাখা হবে। এব্যবস্থা করা হয়েছে তার কারণ শাসনতন্ত্র চালু হবার প্রাক্‌কালে অনেক ব্যক্তিকে আটক রাখা হয়েছে এবং তাদের অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব হবে না।

(৩) দাস ব্যবসায়, বেগার প্রথা ও অনুরূপ বলপূর্ব্বক গৃহীত শ্রম এবং ১৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুদের কারখানা বা খনিতে কাজ করানো নিষিদ্ধ

হয়েছে। তবে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট যে কোনও লোকের নিয়োগ আবশ্যিক করতে পারবেন।

(৪) **ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধিকার**—গভর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা কোনও ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা অন্য কোনও ধর্ম্মনিরপেক্ষ কার্য্যকলাপের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেন, এবং সামাজিক কল্যাণ ও সংস্কারের জন্য হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈনদের সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের জন্য উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদের কোনও প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত রাখবার ব্যবস্থা করতে পারেন। মুসলিমদের পক্ষে এ ব্যবস্থা কেন হবে না তা উল্লেখ নেই তজ্জন্য এই সূত্রটী একটু সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট বলে মনে হবে। গভর্ণমেণ্টের অর্থে সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত কোনও বিদ্যায়তনে কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা চল্‌তে পারবে না। গভর্ণমেণ্টের পরিচালিত কিন্তু ব্যক্তিগত দান বা ট্রাষ্টের স্থাপিত কোনও বিদ্যালয় অবশ্য এ ধারার অন্তর্গত হবে না। কিন্তু বিনা সম্মতিতে কোনও গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত বা গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা ব্যপারে কাহাকেও যোগদান করিতে বাধ্য করা যাবে না।

(৫) **শিক্ষা ও কৃষ্টিগত অধিকার**—নাগরিকদের এক অংশ তাদের নিজস্ব ভাষা, লিখন পদ্ধতি ও কৃষ্টি রক্ষার অধিকার পাবে। গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত ও সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে সকলের সমান প্রবেশাধিকার থাকবে। সকল ধর্ম্ম ও ভাষাগত ক্ষুদ্র দল তাদের খুসীমত বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে। ধর্ম্ম ও ভাষা নিরপেক্ষভাবে বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য বিতরণ হবে।

(৬) **সম্পত্তির অধিকার**—জনসাধারণের স্বার্থে কোন স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিনা ক্ষতিপূরণে গ্রহণ করা চলবে না এবং আইনে ক্ষাতপূরণের পরিমাণ বা নীতি নির্দ্দেশ করতে হবে। রাষ্ট্রীয় আইন সভা কর্ত্তৃক গৃহীত এ রকম আইনে প্রেসিডেণ্টের সম্মতি থাকা রকার। শাসনতন্ত্র চালু হবার পূর্ব্বে উত্থাপিত এরূপ কোন কোন বিল পরে পাশ হলে প্রেসিডেণ্টের সম্মতি পেলে পর সে আইন উপরোক্ত ধারার ব্যতিক্রম হলেও বহাল থাকবে। বর্ত্তমানে চালু কোন আইন (শাসনতন্ত্র চালু হবার ১৮ মাস পূর্ব্বে যে আইন পাশ হয়েছে তা বাদে) ও পরে আশ্রয়প্রার্থীর সম্পত্তি গ্রহণ সম্বন্ধে যে আইন পাশ হতে পারে, সেগুলি সম্বন্ধে এই ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ধারা প্রযোজ্য হবে না এবং এ নিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া চলবে না। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তিন মাসের মধ্যে প্রেসিডেণ্টের সার্টিফিকেট পেলেও ঐ ধারা

প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ধারা এড়িয়েও আইন পাশ করে নেওয়া যাচ্ছে। আর ক্ষতি পূরণের পরিমাণ ও প্রকৃতি নিয়েও আদালতের শরণাপন্ন হওয়া চলবে না। ক্ষতিপূরণ ১৲ টাকাও করা চলবে। জনস্বার্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্য এতেই যথেষ্ট অবকাশ নেই কা?

(৭) নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের অধিকার—এই সকল মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য নাগরিকেরা সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট অথবা পার্লামেণ্ট কতৃক ক্ষমতাপন্ন অন্য কোর্টে বিচারপ্রার্থী হতে পারবেন এবং এই কোর্টগুলির এই অধিকারগুলি রক্ষা করবার জন্য নির্দ্দেশ, আদেশ, অথবা 'হেবিয়াস কর্পাস', 'ম্যানডামাস'; 'ওয়ারেণ্ট' ও 'সার্টিওয়ারি' প্রভৃতি ধরণের পরোয়ানা জারী করবার ক্ষমতা থাকবে। কিন্তু সশস্ত্র সৈন্য বিভাগের জন্য পালামেণ্ট এই অধিকারের পরিবর্ত্তন করতে পারবেন। আবার সামরিক আইন জারী হলে, সৈন্য সামন্ত পুলিশ, অথবা অন্য কোন ব্যক্তি শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখবার জন্য যে কার্য্যাবলী কর্ব্বেন তা পালামেণ্ট কতৃক অনুমোদিত হবে যদিও সেগুলি মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হয়। এই সূত্র দ্বারা অনেক সময় স্বেচ্ছাচারকে দমন করা কোর্টের পক্ষে অসম্ভব হবে, অবশ্য পালামেণ্ট কি ধরণের কাজকে এই আইনের আওতায় আনবেন তারওপর সব নির্ভর করবে। এই সব ব্যাপারে একমাত্র পালামেণ্টই আইন পাশ করতে পারবে এবং শাসনতন্ত্র চালু হবার পরেই এই সব দোষের জন্য কি শাস্তি হবে তা নির্দ্ধারণ করবে।

৫। **রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থায় নির্দ্দেশনীতি**—এগুলি আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী লিখিত হয়েছে। এই আদর্শগুলি দেশ শাসনের ও আইন প্রণয়নের কাজে লাগবে। তবে উপেক্ষিত হলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হবে না। যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যা মৌলিক অধিকার হিসাবে দিলে ভাল হোত। তবে একথাও সত্য যে নীতি হিসাবে সুন্দর হলেও অনেকগুলি বাস্তবক্ষেত্রে অকার্য্য। মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক জীবনে যাতে সুবিচার পায় এমন জনকল্যাণকর একটী সমাজ জীবন গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেকের জীবিকার্জ্জনের উপযুক্ত ব্যবস্থা, জনকল্যাণে সম্পদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ, কাজের অনুপাতে পারিশ্রমিক, শিশু, যুবক, ও যুবতীদের প্রপীড়নের হাত থেকে রক্ষা; গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা, কাজ, শিক্ষা ও সামাজিক বীমার ব্যবস্থা, কাজের ব্যবস্থার উন্নতি ও মাতৃমঙ্গল, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানানুরূপ মজুরী, আগামী ১০ বৎসরে, ১৪ বৎসরের অনধিক শিশুদের জন্য

অবৈতনিক ও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা; আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা ও পশুপালন, বিশেষতঃ উত্তম পশু প্রজনন ও গোহত্যা নিবারণ ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করা হবে। জনসাধারণের স্ব াস্থ্যোন্নতির জন্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহারবর্জন ও শাসনব্যবস্থাকে বিচার ব্যবস্থা থেকে পৃথকীকরণ নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে; কারণ এই সব নীতি বাস্তবক্ষেত্রে অকার্য্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৬। **প্রেসিডেন্ট**—ভারত ইউনিয়নের একজন প্রেসিডেন্ট থাকবেন। শাসন ক্ষমতা তার হাতে থাকবে এবং স্বয়ং কিংবা অধস্তন কর্ম্মচারীর দ্বারা এই ক্ষমতা চালিত হবে। সমগ্র সামরিক বাহিনীর অধিকর্ত্তা তিনি হবেন। ভবিষ্যতে পার্লামেন্ট প্রেসিডেন্ট ব্যতীত অন্য লোকের উপরও কোনও ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে। কার্য্যতঃ প্রেসিডেন্ট দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের পরামর্শক্রমে চালিত হবেন—প্রকৃত শাসন ক্ষমতা পাবেন প্রধান মন্ত্রী। ভারতের প্রেসিডেন্ট ইংলণ্ডের রাজার মত শাসনতান্ত্রিক ভাবে রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা থাকবেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মত সর্ব্বেসর্ব্বা হবেন না। যেহেতু শাসনকার্য্যের প্রধান দায়িত্ব থাকবে প্রধান মন্ত্রীর উপর, সেজন্য প্রধানমন্ত্রী জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হবেন ও আইন সভার নিকট দায়ী থাকবেন, তাই প্রেসিডেন্টের সরাসরি নির্ব্বাচনের দরকার করে না। প্রেসিডেন্টের পরোক্ষ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হয়েছে এই ভাবে (ক) পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক ও (খ) রাষ্ট্রসমূহের নিম্নকক্ষের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-কর্ত্তৃক। সমস্ত রাষ্ট্রের এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে সমান প্রতিনিধিত্ব যাতে থাকে, তজ্জন্য প্রতিনিধিদের কতটী ভোট থাকবে তা এক জটিল গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে। গোপন ভোটেরও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তর যোগ্য ভোট প্রণালীতে নির্ব্বাচন হবে। এ সম্বন্ধে নানা প্রকার সমালোচনা হয়েছে। এই পদ্ধতি সাধারণতঃ বহু প্রতিনিধিমূলক নির্ব্বাচনে অবলম্বন করা হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে, একজন প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন হবে—আর একজন প্রতিনিধির একাধিক ভোট থাকবে। এই পদ্ধতি শুধু মাইনরিটিকে নির্ব্বাচনে খানিকটা অংশ গ্রহণ করবার তাগিদেই গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু মেজরিটীর ভোটে নির্ব্বাচিত হলে দৃষ্টি কটু হয়। এজন্য ডাঃ আম্বেদকর বলেছেন যে ভোট গণনায় নিম্ন সংখ্যক ভোট প্রাপকদের একে একে বিদায় দিয়ে এমন একজন-মাত্রকে নির্ব্বাচিত করা হবে যিনি প্রয়োজনীয় ভোটসংখ্যা (quota) পেয়েছেন সুতরাং বহুর পরিবর্ত্তে 'একক' প্রতিনিধিত্বেও আনুপাতিক অংশ গ্রহণ করা সম্ভব। এর উত্তরে ডাঃ কে, টি, শাহ বলেন যে হয়ত এই পদ্ধতিতে সব রকম

মতবাদীর কিছু কিছু অংশ থাকবে, কিন্তু এও সম্ভব যে প্রথম মনোনয়নে (first choice) একজন মাইনরিটীর প্রতিনিধি শেষ পর্য্যন্ত quotaপেয়ে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়ে যাবেন।

প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকাল সাধারণতঃ ৫বৎসর হবে এবং তিনি পুনর্নির্বাচিত হতে পারবেন। প্রেসিডেণ্টের নিম্নলিখিত গুণ থাকবে। (ক) ভারতীয় নাগরিক (খ) পঁয়ত্রিশ বৎসরাধিক বয়স ও (গ) পার্লাণ্টের নিম্নকক্ষের সদস্য হওয়ার উপযুক্ত হতে হবে। (ঘ) কোনও লাভজনক কার্য্যে নিযুক্ত থাকবেন না, তবে প্রেসিডেণ্ট, ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, গভর্ণর ইত্যাদির চাকুরীকে লাভজনক কার্য্য গণ্য করা হবে না। (ঙ) তিনি পার্লামেণ্টের বা রাষ্ট্রের আইন পরিষদের কোন সভ্য থাকতে পারবেন না। প্রেসিডেণ্ট মাসিক ১০,০০০ বেতন, বিনা ভাড়ার বাড়ী অন্যান্য ও রাহা খরচা ইত্যাদি পাবেন। প্রেসিডেণ্টকে শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের জন্য বিচার করা যাবে। পার্লামেণ্টের যে কোনও কক্ষ অভিযোগের প্রস্তাব সেই কক্ষের ২/৩ সভ্যের দ্বারা গৃহীত ও অন্য কক্ষের ২/৩ সভ্যের দ্বারা উক্ত অভিযোগ উপযুক্ত ভাবে পরীক্ষার পর গৃহীত হোলে, প্রেসিডেণ্টকে অপসারিত করা চল্‌বে। কোন অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিস্থিতিতে প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য যে কোন আইন পার্লামেণ্ট পাশ কোরতে পারবেন।

প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস্ প্রেসিডেণ্টের নির্ব্বাচন ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের বিচারই চূড়ান্ত।

তবে পার্লামেণ্ট এদের নির্ব্বাচন ব্যাপারে রাষ্ট্রের মত নিয়ে আইন পাশ করতে পারবেন। প্রেসিডেণ্ট ক্ষমা প্রদর্শন, শাস্তি মকুব, হ্রাস বা নাকচ করতে এমন কি কোর্ট মার্শালের বিচারের উপরে এবং সমস্ত মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার মামলা সমূহেও তার এ ক্ষমতা থাকবে।

৭। **ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট**—ভারত ইউনিয়নে একজন ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট থাকবেন। প্রেসিডেণ্ট হিসাবে কার্য্য করার সময়ে ছাড়া তিনি পার্লামেণ্টের উচ্চ পরিষদের চেয়ারম্যান থাক্‌বেন। প্রেসিডেণ্টের যে কোনও কারণে আসন খালি থাক্‌লে তিনিই প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা পরিচালনা করবেন, তিনি পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের যুক্ত নির্ব্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তর যোগ্য ভোট প্রণালীতে ও গোপন ভোটে নির্ব্বাচিত হবেন। তাকে অপসারণ ব্যাপারে অবশ্য প্রেসিডেণ্টের অপসারণের ন্যায় অত জটিল প্রণালীর প্রয়োজন হবে না। মাত্র উপরের কক্ষ কর্তৃক ভোটাধিক্যে অপসারণের প্রস্তাব পাশ

হ'লে ও নিম্নকক্ষ কর্তৃক মঞ্জুর হলেই অপসারণ করা যাবে। সাধারণতঃ তার পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্যকাল থাকবে।

৮। **কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ**—প্রধান মন্ত্রীসহ ভারতীয় মন্ত্রীপরিষদ প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা পরিচালনায় সাহায্য ও উপদেশ দিবেন এবং এই সাহায্য এবং উপদেশ ব্যতীত তার পক্ষে ক্ষমতা পরিচালন অসম্ভব হবে তাই তিনি নামে মাত্র সর্ব্বেসর্ব্বা ; আসল ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদ চালনা করবেন। মন্ত্রীরা প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিযুক্ত হবেন ও তারই ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যকাল নিরূপিত হবে, তবে তারা নিম্নকক্ষের নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকবেন। এতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থাই সূচনা করে। প্রেসিডেণ্টের নামে সমস্ত শাসন ব্যবস্থা চলবে, আসলে কিন্তু মন্ত্রীরাই সব করবেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদের আলোচনা ও নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় প্রেসিডেণ্টকে জানাবেন এবং তিনিও যাতে সুশৃঙ্খলভাবে শাসন চলে, সেই ভাবে মন্ত্রীদের মধ্যে কার্য্যভার বণ্টন করে দেবেন। প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে মন্ত্রীপরিষদের যে সম্পর্কে তাতে পরিষ্কার যে মন্ত্রীপরিষদ ছাড়া প্রেসিডেণ্টের চলবার উপায় নাই। তা ছাড়া প্রেসিডেণ্টের যে নির্ব্বাচন ব্যবস্থা তাতে প্রেসিডেণ্ট ও প্রধান মন্ত্রী একই পার্টীর লোক হবেন। তবে যেহেতু উভয়েই জনসাধারণের ভোটে নির্ব্বাচিত, সেইহেতু কোনও ব্যক্তিগত মতামতের জন্য সংঘর্ষ উপস্থিত হলে, সেক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্ট প্রধান মন্ত্রীকে করায়ত্ত করবেন কিংবা প্রধান মন্ত্রী প্রেসিডেণ্টকে করায়ত্ত করবেন, তা নির্ভর করছে উভয়ের ব্যক্তিত্বের উপর। তা ছাড়া অত্যন্ত জরুরী ব্যাপারেও প্রেসিডেণ্ট প্রধান মন্ত্রীকে অবহেলা করতে পারবেন না। তা করলে তাকে খুব বড় ঝুঁকি নিতে হবে ও শীঘ্রই জনসাধারণের দরবারে উপস্থিত হতে হবে। তা ছাড়া ভারতীয় শাসনতন্ত্রে এসম্বন্ধে শীঘ্রই শাসনতান্ত্রিক রীতির (Convention) উদ্ভব হবে নিশ্চিত। এ সমস্ত কারণে বলা হয়েছে যে ভারতীয় শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেণ্টের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার আশঙ্কা খুবই কম। প্রসিডেণ্ট একজন সুপ্রীম কোর্টের জজের পদোপযুক্ত ব্যক্তিকে আইন বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য এটর্নী জেনারেল নিযুক্ত করবেন এবং তার বেতনও নির্দ্ধারিত করবেন।

আইন বিভাগ

৯। **পার্লামেণ্ট**—ভারতীয় পার্লামেণ্ট—প্রেসিডেণ্ট, রাষ্ট্র পরিষদ (Council of States) ও জনপরিষদ (House of people) (যথাক্রমে উচ্চ ও নিম্ন পরিষদ) লইয়া গঠিত।

উচ্চ পরিষদে অনধিক ২৫০ জন সভ্য থাকবে। তন্মধ্যে ১২জন প্রেসিডেণ্ট মনোনীত ও অবশিষ্ট রাষ্ট্র কতৃক নির্ব্বাচিত। রাষ্ট্রের তালিকার ১ম ও ২য় অংশের রাষ্ট্রগুলির নিম্নকক্ষ পরোক্ষে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবে ও ৩য় অংশের রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরা পার্লামেণ্টের আইন অনুসারে নির্ব্বাচিত হবে।

নিম্ন পরিষদের সভ্য সংখ্যা অনধিক ৫০০। এরা রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ ভোটদ্বারা নির্ব্বাচিত হবেন। জন সংখ্যার প্রত্যেক ৫ লক্ষে অনধিক একজনক ও ৭॥০ লক্ষে অন্যূন একজন প্রতিনিধি থাকবে। পার্লমেণ্ট আইন দ্বারা ৩য় ও ৪র্থ অংশের অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করতে পারে। আবার তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও তপশীলোক্ত উপজাতিদের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষণ ও এ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের জন্য অনধিক ২টা আসনের ব্যবস্থা করতে পারা যাবে। উচ্চ পরিষদকে ভেঙ্গে দেওয়া হবে না, তবে প্রায় এক তৃতীয়াংশ প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর বিদায় গ্রহণ করবে। নিম্নকক্ষ সাধারণতঃ ৫ বৎসর স্থায়ী হবে। তবে সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে পার্লামেণ্ট এই স্থিতিকাল ১ বৎসর বাড়াতে পারবে, কিন্তু ঐ পরিস্থিতি উত্তীর্ণ হওয়ার ৬ মাসের বেশী থাকতে পারবে না।

পার্লমেণ্টের মেম্বর (**এম, পি,**) হওয়ার উপযুক্ত গুণ :—(ক) ভারতীয় নাগরিক (খ) উচ্চ পরিষদের সভ্যের অন্যূন ৩০ বৎসর বয়স ও নিম্নপরিষদের জন্য অন্যূন ২৫ বৎসর বয়স থাকবে। (গ) পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য গুণ থাকবে। প্রেসিডেণ্টের যে কোন পরিষদে অধিবেশন আহবান, স্থগিত ও নিম্নকক্ষ ভেঙ্গে দিতে পারেন। তবে এ ব্যাপারে ইংলণ্ডের রাজার মত প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ মত চলতে হবে এবং নিম্নকক্ষ ভেঙ্গে দেবার অনধিক ৬ মাসের মধ্যে নতুন নির্ব্বাচন করতে হবে ; তা ছাড়া সে সময় উচ্চ পরিষদ চালু থাকবে সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ ব্যাপারে প্রেসিডেণ্টের নিজের খুসীমত কাজ করবার অবকাশ নেই, পার্লামেণ্টারী রীতি মাফিক তাকে চলতে হবে।

প্রেসিডেণ্ট পার্লামেণ্টে বক্তৃতা করতে পারেন, তজ্জন্য সভ্যদের উপস্থিতি দরকার হবে। তিনি কোনও বিল সম্বন্ধে বাণীও প্রেরণ করতে পারেন, তজ্জন্য তার সেই বাণী সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হবে। প্রত্যেকটী অধিবেশন সুরু হবার সময় প্রেসিডেণ্ট একত্রিত উভয় পরিষদে বক্তৃতা করবেন ও বক্তৃতায় সেই অধিবেশনে কি কি কাজ হবে তার ফিরিস্তি থাকবে। প্রত্যেক পরিষদ এই বক্তৃতার উপর আলোচনা করবার ব্যবস্থা করবে। এই বক্তৃতা বিলাতের পার্লামেণ্টে রাজার বক্তৃতার মত মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক প্রস্তুত হ'বে বলে মনে হয়। প্রত্যেক মন্ত্রী ও এটর্নী জেনারেল যে কোন পরিষদে

বক্তৃতা কোরতে ও উপস্থিত থাক্‌তে পারবেন তবে তজ্জন্য ভোট দিতে পারবেন না।

উপরের পরিষদে ভাইস্ প্রেসিডেন্ট চেয়ারম্যান থাকবেন, তাছাড়া একজন ডেপুটী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হবেন। এই পরিষদ ভোটাধিক্যে ভাইস্ চেয়ারম্যানকে পদচ্যুত করতে পারবেন। নিম্নকক্ষের একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটী স্পীকার নির্ব্বাচিত হবেন। এদের নিম্ন পরিষদের ভোটাধিক্যে পদচ্যুত করা যাবে। এই পরিষদ ভেঙ্গে দিলেও, নূতন পরিষদ না হওয়া পর্য্যন্ত স্পীকার পদত্যাগ করবেন না। পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে সভা করবার নিম্নতম সভ্য সংখ্যা (quorum) হবে মোট সংখ্যার ১/১০, পার্লামেণ্ট অবশ্য এটা পরিবর্ত্তন করতে পারেন। কোনও সভ্য এক সঙ্গে উভয় পরিষদের সভ্য বা পার্লামেণ্ট ও রাষ্ট্র আইন পরিষদের সভ্য হতে পারবেন না। বিনানুমতিতে ৬০ দিন ধরে' যদি কেউ পরিষদের অধিবেশনে যোগ না দেন তবে তার আসন শূন্য বলে গণ্য হবে। আর একটা ধারা আছে যাতে কেউ শপথ গ্রহণ না করে' অথবা কোন কারণে পরিষদে যোগদানের অনুপযুক্ত হয়েও পরিষদের অংশ গ্রহণ করলে বা ভোট দিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হবে এবং ৫০০৲ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

পার্লামেণ্ট ও এম, পি, দের ক্ষমতা, সুবিধা ও রেহাই অনেকটা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিম্নপরিষদের তুল্য হবে, তবে পার্লামেণ্ট মাঝে মাঝে এ বিষয়ে আইন করে পরিবর্ত্তন করতে পারবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে,—একটী স্বাধীনদেশের শাসনতন্ত্রে অন্য একটি দেশের কোনও শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কার্য্য কলাপের (যাহা লিখিত নহে) তুলনামূলক সম্বন্ধ থাকা উচিত নহে। তবে আমাদের পার্লামেণ্ট অনেক অংশে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অনুরূপ হবে বলেই সম্ভবতঃ এই নির্দ্দেশ্ মেনে নেওয়া হয়েছে।

পার্লামেণ্টে আইন প্রণয়ণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্রিটীশ পার্লামেণ্টের অনেক অনুকরণ করা হয়েছে। অর্থসংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্য বিল যে কোনও পরিষদে উত্থাপিত হবে এবং উভয় পরিষদে পাশ হওয়া দরকার। কিন্তু যদি কোন পরিষদ সম্মতি না দেয় বা ৬ মাসের পর মতামত না জানায় তবে প্রেসিডেণ্ট উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করবেন ও সেখানে অধিকাংশ ভোটে বিল পাশ হলে আইনে পরিণত হবে। অর্থসংক্রান্ত বিল ভিন্নভাবে পাশ করা হবে। এরূপ বিল উচ্চ পরিষদে আনা যাবে না। তবে নিম্নপরিষদে পাশ হবার পরে বিলটীকে উচ্চ পরিষদে পাঠান হবে ও ১৪ দিনের মধ্যে

উচ্চপরিষদ তাদের মতামত জানাবে। মতান্তর হলে নিম্নপরিষদের মতানুযায়ী বিল পাশ হবে। ১৪ দিন মধ্যে ফেরৎ না পাঠালে বিল নিম্নকক্ষে যেভাবে পাশ হয়েছিল, সেইভাবে পাশ হয়ে যাবে। বিলাতের হাউস অব লর্ডস্ এর মত আমাদের পার্লামেণ্টের উচ্চকক্ষের অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে ক্ষমতা পঙ্গু করা হয়েছে। কোনও বিলকে 'অর্থ সংক্রান্ত বিল' আখ্যা দেওয়া যাবে কিনা তার বিচার কোরবেন স্পীকার এবং এরকম বিলে তার একটী সহি থাকবে। বিল পাশ হলে প্রেসিডেণ্টের নিকট সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হবে, তিনি হয় সম্মতি দেবেন, না হ'লে দেবেন না। অর্থ বিল ছাড়া অন্য বিল প্রেসিডেণ্ট ইচ্ছা করলে নিজ মতামত সহ ফেরৎ পাঠাতে পারেন, কিন্তু এবারে পার্লামেণ্ট যে ভাবে ঐ বিল পাশ করবেন তাতে প্রেসিডেণ্টকে সহি দিতে হবে।

প্রেসিডেণ্টের অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা—প্রত্যেক আর্থিক বৎসরে তিনি "বাজেট" পার্লামেণ্টে পেশ করাবেন। অর্থ মঞ্জুরীর দাবী প্রেসিডেণ্টের অনুমতি ছাড়া করা যাবে না। নিম্নপরিষদে অর্থবিল উত্থাপনের পূর্ব্বেও তার সম্মতি দরকার হবে। কয়েকটী ব্যয়ের দাবী ছাড়া সব দাবীগুলিই নিম্নকক্ষের দ্বারা ভোটাভোটির অন্তর্গত হবে। তবে ঐ কয়টী ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনা হবে কিন্তু ভোটাভোটী হবে না। ব্রিটীশ নিয়মের মত নতুন শাসনতন্ত্রে বাজেট পাশ সংক্রান্ত ১১৬ নং সূত্রে একটী প্রয়োজনীয় বিধান আছে যার ফলে ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে বাজেট পাশ না হলেও পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষ অগ্রিম অর্থমঞ্জুরী ও ব্যয় করবার ক্ষমতা পেয়েছে। পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে কার্য্য পরিচালনার নিয়মকানুন মোটামুটী পূর্ব্বেকার মতই থাকবে, তবে পার্লামেণ্ট এর পরিবর্ত্তন করতে পারবে। পার্লামেণ্টের কার্য্য আগামী ১৫ বৎসর হিন্দি বা ইংরাজী ভাষায় চলবে, কিন্তু বিল ও অ্যাক্ট ইংরাজী ভাষায় লিখতে হবে। সভাপতির নির্দ্দেশক্রমে মাতৃভাষায় বক্তৃতাও দেওয়া চল্‌বে।

প্রেসিডেণ্টের আইন প্রণয়ণ ক্ষমতা—পার্লামেণ্টের অবকাশ কালে তিনি অর্ডিনান্স জারী করতে পারেন। কিন্তু পরে উভয় পরিষদে অর্ডিনান্স উত্থাপন করতে হবে এবং পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হলেও বড়জোর অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পর ছয় সপ্তাহ চালু থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে পার্লামেণ্টের অনুমোদনের ব্যবস্থা হলে, এই অর্ডিনান্স প্রয়োগ ক্ষমতা ইংলণ্ডের রাজার নির্দ্দেশনামার (Order-in Council) মতই প্রযুক্ত হবে এবং ফলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমেই উহার ব্যবহার হবে।

পার্লামেণ্টের এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে যে প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকলাপের

উপর সতর্ক দৃষ্টি ও বিধিনিষেধ আরোপ করবার মত অনেক প্রকার ও যথেষ্ট ক্ষমতা পার্লামেণ্টের থাকবে। এ কথা খুবই সত্য যে পার্লামেণ্ট সার্ব্বভৌম আইন প্রণয়ণকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এমন বিষয় নেই যার সম্বন্ধে কিছু আইন পাশ বা খবরদারী করতে পারবে না। এই শাসনতন্ত্রকে চালু রাখবার জন্যও পার্লামেণ্টকে বিস্তর আইন পাশ করতে হবে। ফলে প্রেসিডেণ্ট যে ভবিষ্যতে 'ডিক্টেটর' হতে পারবেন না তা নিশ্চিত। তবে সবই নির্ভর করে জনসাধারণের উপর—তারা যে মনোভাব ও প্রচেষ্টা নিয়ে এই শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী করবে। জরুরী অবস্থায় পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রের আইন পরিষদের স্থান অধিকার করবে। এই পার্লামেণ্ট যুক্তরাষ্ট্রভুক্ত রাষ্ট্রগুলির উপর কেন্দ্রীভূত শক্তির আধার হবে। এর ফলে অন্যান্য কেন্দ্রীভূত পার্লামেণ্টের মত, কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বে রাষ্ট্রগুলি ক্ষমতা হস্তান্তর না করে' বরং কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব কিছু কিছু ক্ষমতা রাষ্ট্রগুলিকে দেবে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আমরা পার্লামেণ্টারী গভর্ণমেণ্ট পাব। পার্লামেণ্টের এই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষমতার কাছে রাষ্ট্রগুলি "মেষশাবকের" মত নিরুপায় হয়ে পড়বে। ব্রিটীশ পার্লামেণ্টের তুলনা দিয়ে একজন সভ্য ঠিকই বলেছেন যে এই পার্লামেণ্ট কেবল মেয়েকে ছেলেতে ও ছেলেকে মেয়েতে রূপান্তরিত ব্যতীত আর সব কিছু করতে পারবে।

১০। **প্রেসিডেণ্টের অন্যান্য ক্ষমতা** :—প্রেসিডেণ্ট রাষ্ট্রের গভর্ণরদের মনোনীত করবেন, তবে এতে পার্লামেণ্টারী রীতি মত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিতে হবে এবং যতদূর সম্ভব রাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভার সহিত পরামর্শ করা হবে। এর ফলে অবশ্য রাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট পুরামাত্রায় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পদানুসরণ করবে। যেহেতু রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ভোটারদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হবেন। সেজন্য আর গভর্ণরের নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করা হয়নি। তাছাড়া প্রেসিডেণ্ট সুপ্রীমকোর্ট ও রাষ্ট্রীয় হাইকোর্টের জজদের, ভারতীয় অডিটর জেনারেল প্রভৃতি বড় বড় পদাধিকারীদের নিযুক্ত করবেন। চীফ কমিশনার শাসিত রাষ্ট্রগুলি ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসন ব্যবস্থার জন্য তিনি দায়ী। প্রথম তালিকার ২য় ভাগের রাষ্ট্রগুলির শাসন ব্যবস্থার জন্য আগামী ১০ বৎসর কাল তিনি সাধারণ খবরদারী করবেন। কেন্দ্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে আর্থিক সঙ্গতির জন্য তিনি দায়ী থাকবেন ও আগামী ২ বৎসরের মধ্যে একটী ফাইনান্স কমিশন নিযুক্ত করবেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে জলসরবরাহ ব্যাপারে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে তিনি একটী কমিশন নিযুক্ত করবেন। কেন্দ্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে অথবা রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বজায় রাখবার জন্য একটী

অন্তঃরাষ্ট্র কাউন্সিল তিনি নিযুক্ত করবেন। এ ছাড়া জরুরী অবস্থার জন্য অথবা অচিন্তিতপূর্ব্ব অবস্থায় তিনি অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে তিনি বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করবার ক্ষমতা অর্জ্জন করেছেন।

জরুরী অবস্থায় প্রেসিডেন্টের বিভিন্ন ক্ষমতার কথা নিয়ে বেশ মতবিরোধ দেখা গিয়েছে। কিন্তু সব দেশের শাসনতন্ত্রে এই প্রকার জরুরী ক্ষমতা দেখা যায়, তবে এই ক্ষমতা বিবেচনার অধিকার পার্লামেন্টের অথবা সুপ্রীমকোর্টের থাকে। নতুন শাসনতন্ত্রে কয়েকটী ব্যাপারে এই গণতান্ত্রিক বিবেচনার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি—তবে একথা ভুললে চলবে না যে ভারতীয় প্রেসিডেন্ট সর্ব্বদাই প্রধানমন্ত্রীর তথা পার্লামেন্টের সংখ্যাধিক্য দলের উপদেশানুযায়ী চলবেন,—এরূপ পরিকল্পনা থাকায় এবং বর্ত্তমানে দেশের সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় ও দেশের নবলব্ধ সংহতি বজায় রাখবার জন্য এই ত্রুটীকে গণপরিষদ মেনে নিয়েছেন। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্টের এই সব ক্ষমতার লোপ বা সংশোধন করা চলবে। **প্রেসিডেন্টের জরুরী ক্ষমতার** একটা সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি নিম্নে দেওয়া গেল :—

কোন সময়ে প্রেসিডেন্ট যদি মনে করেন যে এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা, যুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য নষ্ট হতে পারে, তখন তিনি জরুরী অবস্থার ঘোষণা করতে পারেন। উপরোক্ত কারণগুলি আসন্ন হলেও তিনি জরুরী অবস্থা জারী করতে পারেন। এই ঘোষণা পার্লামেন্টে উত্থাপিত করতে হবে ও তৎকর্তৃক অনুমোদিত হলেও ২ মাসের মধ্যে অকার্য্যকরী হবে। নিম্নকক্ষ যদি এই সময়ে কোনও কারণে ভেঙ্গে দেওয়া হয়ে থাকে তবে উহার অধিবেশনের ৩০ দিনের মধ্যে পাশ না হলে, এই ঘোষণা বাতিল হবে।

জরুরী অবস্থায় প্রেসিডেন্ট কেন্দ্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে রেভিনিউ বণ্টনের অর্থনৈতিক ধারাগুলি স্থগিত রাখতে পারবেন। এ ঘোষণাও পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্ট পেশ করবেন।

রাষ্ট্রগুলিকে বহিরাক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব কেন্দ্রের, সেজন্য গভর্ণর বা রাজপ্রমুখের নিকট থেকে সংবাদ পেয়ে বা অন্য প্রকারে প্রেসিডেন্ট যদি বুঝেন যে সেই রাষ্ট্রে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তখন তিনি তদ্রূপ ঘোষণা কোরে সেই রাষ্ট্রের সকল শাসনক্ষমতা নিজে গ্রহণ করবেন, ও রাষ্ট্রের

আইনপরিষদের ক্ষমতা পার্লামেণ্ট গ্রহণ কোরবে। কিন্তু হাইকোর্টের ক্ষমতা লোপ করতে পারবেন না। এরূপ ঘোষণা একবার শেষ হলে পুনর্বহাল করা যাবে। তবে এই ঘোষণা পার্লামেণ্টে পেশ করা হবে ও অনুমোদিত না হলে ২ মাসের মধ্যে বাতিল হবে। একাদিক্রমে পার্লামেণ্ট ৬ মাস এই ঘোষণা বহাল রাখতে পারে, তারপর নতুন প্রস্তাব পাশ করে এই ঘোষণাকে ৬ মাস অন্তর বাড়িয়ে সর্ব্বশেষ তিনবৎসর অবধি চালু রাখতে পারবে। এরূপ অবস্থায় পার্লামেণ্ট প্রেসিডেণ্টকে রাষ্ট্রের পক্ষে আইনপ্রনয়ণের ক্ষমতা, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত করবার ও পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষের অধিবেশন না থাক্‌লে অর্থমঞ্জুর করবার ক্ষমতা দেবে।

প্রেসিডেণ্ট যখন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করবেন তখন কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রীয় সরকার পরিচালনার জন্য যে কোনও নির্দ্দেশ দান করতে পারবেন ও পার্লামেণ্ট যে কোনও বিষয়ে (তা সে রাষ্ট্রীয় বিষয় হোক্) আইন পাশ করতে পারবেন। জরুরী অবস্থায় ১৯ নং সূত্রানুসারে কোনরূপ বাধা কোন কর্ত্তৃপক্ষকে দিতে পারবে না ও কোন আইন ঐ সূত্রের পরিপন্থী হলেও জরুরী অবস্থা পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হবে। তাছাড়া এ অবস্থায় প্রেসিডেণ্টের নির্দ্দেশক্রমে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কোনও মামলা কোনও কোর্টে উঠানো যাবে না, তবে এই নির্দ্দেশ পার্লামেণ্টে পেশ করতে হবে। ৩৬৫ সূত্রে প্রেসিডেণ্ট যদি দেখেন যে কোনও রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শাসনসংক্রান্ত কোনও নির্দ্দেশ পালন কোরছে না, তখন তিনি সেই রাষ্ট্রে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। তার ফলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট রাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করবেন, এমনকি রাষ্ট্রীয় বাজেট পাশ হলেও তা প্রেসিডেণ্টের বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত থাক্‌বে এবং রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস করা চলতে পারবে। সুতরাং বেশ বোঝা যায় যে আর্থিক ব্যাপারেও কেন্দ্রকে খুব ক্ষমতাশালী করা হয়েছে, তার প্রধান কারণ অনেকগুলি দেশীয় রাজ্যের আর্থিক সংস্কার ও সংহতির ভার কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ১৯৫০ সালের এপ্রিল থেকে নেবে। এইবার আমরা প্রথম তালিকার প্রথম ভাগের রাষ্ট্রগুলির গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে আলোচনা কোরব।

রাষ্ট্রীয় সরকার—শাসন বিভাগ

১১। **গভর্ণর**—এইসব রাষ্ট্রে এক একজন গভর্ণর থাকবেন। রাষ্ট্রের

শাসনক্ষমতা গভর্ণরের উপর ন্যস্ত থাক্‌বে এবং তিনি স্বয়ং অথবা অধস্তন কর্ম্মচারীদের দ্বারা এই ক্ষমা পরিচালনা করবেন। প্রেসিডেণ্ট গভর্ণরকে নিযুক্ত করবেন, তবে নিয়মতান্ত্রিক প্রেসিডেণ্ট হিসাবে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সহিত আলোচনা এবং রাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভার মতামত বিবেচনা করবেন। গভর্ণর প্রেসিডেণ্টের ইচ্ছানুযায়ী বহাল থাকবেন এবং সাধারণতঃ ৫ বৎসর কার্য্য কাল হবে। এতে বোঝা যাবে যে রাষ্ট্রের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সহজসাধ্য হবে। কোনও জরুরী অবস্থায় গভর্ণরের শাসনকার্য্য সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট নির্দ্দেশ দিতে পারবেন। গভর্ণর ভারতীয় নাগরিক হবেন ও পঁয়ত্রিশ বৎসরাধিক বয়স্ক হবেন। তিনি কেন্দ্রীয় অথবা রাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের সদস্য হবেন না ও অন্য কোনও লাভজনক কার্য্যে নিযুক্ত থাকবেন না। তার বেতন হবে মাসিক ৫৫০০৲ ও অন্যান্য রাহা খরচ ও বিনা ভাড়ায় বাড়ী। গভর্ণরেরও কোন কোন ব্যাপারে দণ্ডহ্রাস, মকুব বা নাকচ করা অথবা ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা থাকবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মত রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে পরামর্শ দিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী-সহ একটী **মন্ত্রীপরিষদ** থাকবে। গভর্ণর স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনায় যে সব কাজ করার অধিকারী সে ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ তাকে পরামর্শ দেবেন না। কোন্ ব্যাপারে তার স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনায় কাজ করা দরকার তা' নিজেই নিরূপণ করবেন। এতে গভর্ণরকে স্বৈরাচারী করা হবে ও মন্ত্রিপরিষদকে তার হাতের পুতুল করা হবে। ১৯৩৫এর ভারত শাসন আইনে গভর্ণরকে প্রায় এইরকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন পঙ্গু হয়েছিল। এখানে অবশ্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকে আরও শক্তিশালী করবার জন্য প্রেসিডেণ্ট মনোনীত গভর্ণরকে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। তবে ভবিষ্যতে এখানেও শাসনতান্ত্রিক নীতির (convention) উদ্ভব হবে বলে মনে হয়। মন্ত্রীরা গভর্ণরের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে বহাল থাকবেন, তবে তারা আইনপরিষদের নিম্নকক্ষের নিকট যুক্তভাবে দায়ী থাকবেন। এসব দেখে মনে হয় যে রাষ্ট্রীয় গভর্ণরের অবস্থা মোটেই হিংসনীয় নয়। সাধারণভাবে তাকে রাষ্ট্রীয় মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে চল্‌তে হবে। অন্যদিকে প্রেসিডেণ্ট সহ কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ ও উপদেশ তাকে মানতে হবে। প্রথমোক্ত কার্য্য না করলে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা, শেষোক্তভাবে না চল্লে রাষ্ট্রীয় মন্ত্রীপরিষদ সহ নিজের চাকুরীতে জবাব। গভর্ণরকে জরুরী ক্ষমতা ঘোষণার অধিকার দেওয়া হয়নি, কিন্তু এ সম্বন্ধে রিপোর্ট করবার ক্ষমতা আছে। যাহোক্ তাকে সব সময় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার জন্যই বহাল রাখা হবে।

গভর্ণরের অন্যান্য ক্ষমতা—তিনি হাইকোর্টের জজের সমকক্ষ এক ব্যক্তিকে এড্‌ভোকেট জেনারেল পদে নিযুক্ত করবেন। গভর্ণরের নামে রাষ্ট্রের সব শাসন কার্য্য চালিত হবে। তিনি মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করবেন। প্রধানমন্ত্রী তাকে সব আলোচনা ও খবরাখবর জানাবেন। পরিষদের অধিবেশন না থাকলে তিনি অর্ডিনান্স জারী করতে পারবেন, কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্টের সম্মতির প্রয়োজন, সে সব ক্ষেত্রে অর্ডিনান্স জারীর পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্টের নির্দ্দেশ নিতে হবে। প্রত্যেক অর্ডিনান্স আইন পরিষদে উত্থাপন করতে হবে এবং অধিবেশন আরম্ভের ৬ সপ্তাহ পরে কার্য্যকরী থাকবে না। অনমুমোদিত হলে তার আগেই বাতিল হবে। আইনপরিষদ সম্বন্ধে ও অর্থ সংক্রান্ত বিলে সম্মতিদান ব্যাপারে তার ক্ষমতা প্রেসিডেণ্টের প্রায় অনুরূপ। কোনও কোনও বিল প্রেসিডেণ্টের মতামতের জন্য তিনি সংরক্ষিত রাখতে পারবেন।

১২। **রাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ** :—প্রত্যেক রাষ্ট্রে একজন গভর্ণর ও এক বা দুইটী কক্ষ লইয়া আইন পরিষদ গঠিত হবে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পূর্ব্ব পাঞ্জাবে ২টী কক্ষ ও অন্যান্য রাষ্ট্রে ১টী কক্ষ বিশিষ্ট পরিষদ থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্বপাঞ্জাবে ২টী পরিষদ রাখবার ব্যবস্থা সমর্থন করা চলে না। উচ্চ পরিষদের নাম কাউন্সিল, নিম্ন পরিষদের নাম এ্যাসেম্বলি। কোনও রাষ্ট্রে কাউন্সিল বিলোপ করা বা গঠিত করা হবে কিনা, যদি সেই রাষ্ট্রের নিম্নকক্ষে ২/৩ ভোটাধিক্যে ও মোট সভ্যের সংখ্যাধিক্যে প্রস্তাব পাশ করা হয় ও পার্লামেণ্টে ভোটাধিক্যে সম্মতি দেয় তবে সেই ব্যবস্থা চালু হবে।

নিম্নকক্ষের সভ্যেরা প্রত্যক্ষ ভোটে ভোটারদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হবেন। সাধারণতঃ জনসংখ্যার প্রত্যেক ৭৫০০০ হাজারে অনধিক একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হবেন। প্রতিনিধির সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা ৫০০; সর্ব্বনিম্ন সংখ্যা ৬০ জন হবে। আগামী দশবৎসর পর্য্যন্ত তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে ও গভর্ণর প্রয়োজন হলে এ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের প্রতিনিধি মনোনীত করতে পারবেন।

উচ্চকক্ষের মোট সভ্য সংখ্যা নিম্নকক্ষের সভ্যসংখ্যার ১/৪ এর বেশী ও ৪০-এর কম হবে না। পার্লামেণ্ট অন্য ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত উচ্চ কক্ষ নিম্নলিখিত ভাবে গঠিত হবে।—১/৩ সভ্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত, ১/১২ সভ্য কমপক্ষে গত তিন বৎসরের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন

এমন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্ব্বাচিত ; ১/১২ সভ্য কমপক্ষে তিন বৎসর শিক্ষকতা করেছেন এমন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত, ১/৩ সভ্য নিম্নপরিষদ কর্ত্তৃক পরোক্ষ-ভাবে নির্ব্বাচিত হবেন, বাকী সভ্যরা গভর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত হবেন।

নিম্নকক্ষ সাধারণতঃ ৫ বৎসর চালু থাকবে, জরুরী অবস্থায় একবারে অনধিক একবৎসরের জন্য কার্য্যকাল বাড়তে পারে। উচ্চকক্ষ স্থায়ী হবে, তবে সভ্য সংখ্যার ১/৩ অংশ প্রত্যেক ২ বৎসর অন্তর বিদায় নেবেন। প্রত্যেক প্রতিনিধি ভারতীয় নাগরিক হবেন। উচ্চকক্ষের ও নিম্নকক্ষের প্রতিনিধির বয়স যথাক্রমে অন্ততঃ ৩০ ও ২৫ বৎসর হবে। নিম্নকক্ষের জন্য একজন স্পীকার ও ডেপুটীস্পীকার নির্ব্বাচিত হবেন। উচ্চকক্ষের জন্য একজন চেয়ারম্যান ও ডেপুটী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হবেন। আইন পরিষদের কার্য্যপ্রণালী ঠিক পার্লামেন্টের মতই হবে, সেজন্য এগুলি পুনরুল্লেখ করা হোল না। কোরাম্ (quorum) জন্য ১০ জন সভ্য বা মোট সভ্য সংখ্যার ১/১০ সভ্যের (যে সংখ্যা বেশী) উপস্থিতি প্রয়োজন। সভ্যদের অনুপযুক্ত হবার নিয়মাবলী ঠিক পার্লামেন্টের সভ্যদের মত। পরিষদের ও সভ্যদের ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের মতই। আইন প্রণয়নের ব্যবস্থায় অনেক প্রভেদ আছে। এখানে উচ্চকক্ষ তিন মাস পর্য্যন্ত একটি বিলকে ধরে রাখতে পারবে। দ্বিতীয় বারে সেই বিলকে মাত্র ১ মাস আটক রাখতে পারে। কিন্তু তারপর সেই বিল যে আকারে নিম্নকক্ষ পাশ করেছে, সেইরূপে আইনে পরিণত হবে। অর্থসংক্রান্ত বিলে অবশ্য অন্য ব্যবস্থা। যদিও উচ্চকক্ষের এবিষয়ে মতামত দেওয়ার ক্ষমতা আছে তথাপি নিম্নকক্ষ তা' গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারে এবং সেই অবস্থাতেই সেই বিল আইনে পরিণত হবে। আর ১৪ দিনের মধ্যে ফেরৎ না পাঠালে অপনা-থেকেই ঐ বিল্ পাশ হয়ে যাবে।

যে সব বিল হাইকোর্টের ক্ষমতা সম্বন্ধে পরিপন্থী গভর্ণর তা প্রেসিডেন্টের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করবেন। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রীয় পরিষদের বিলে সম্মতি দিতে বা না দিতে পারেন, তিনি এরূপ বিল পুনরায় পরিষদে প্রেরণ করতে পারেন এবং পরিষদ ৬ মাসের মধ্যে বিবেচনা কোরে ঐ বিল যদি আবার পাশ করে, তবে আবার প্রেসিডেন্টের নিকট তার বিবেচনার জন্য পাঠাতে হবে। অর্থ সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ণ ব্যাপারের রীতিনীতি কেন্দ্রের অনুরূপ।

উপরি বর্ণিত বিবরণ থেকে দেখা যাবে যে পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্টকে সময়ে অসময়ে রাষ্ট্রিয় কর্ত্তৃপক্ষ ও আইনপরিষদের উপর খবরদারী ও

হস্তক্ষেপ করবার এত সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে রাষ্ট্রীর স্বায়ত্তশাসনের কোনও নিদর্শন পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

১৩। **দ্বিতীয় ভাগ বর্ণিত রাষ্ট্রসমূহের শাসন ব্যবস্থা**—এই রাষ্ট্রগুলি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর থেকে দেশীয় রাজ্যগুলির ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে গঠিত হয়েছে। কয়েকটী দেশীয় রাজ্য তৃতীয় ভাগে সন্নিবেশিত চীফ কমিশনার শাসিত অঞ্চল হয়েছে। সম্প্রতি ২য় ভাগ থেকে বিন্ধ্যপ্রদেশ বিদায় নিয়ে ৩য় ভাগে যুক্ত হয়েছে। সুতরাং এখন ২য় ভাগে মোট ৮টী রাষ্ট্র আছে। মোটামুটী ভাবে এই রাষ্ট্রগুলির শাসন ব্যবস্থা, কয়েকটী বিষয় পরিবর্ত্তন ও বাদ দিয়ে প্রায় ১ম ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্রগুলির শাসন ব্যবস্থার সমান হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা এখানে বর্ণনা করব। শাসনতন্ত্র চালু হবার পর ১০ বৎসর পর্য্যন্ত অথবা পার্লামেণ্ট যদি ইচ্ছা করে তার কম ও বেশী সময় পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্টের নিয়ন্ত্রণে ও নির্দ্দেশ মত এই রাষ্ট্রগুলি চল্‌বে।

হায়দ্রাবাদের নিজাম—ভারতে যোগদান করেছেন ও ভারতীয় শাসনতন্ত্র হায়দরাবাদে প্রযোজ্য হবে তা ঘোষণা করেছেন। তিনি এই রাষ্ট্রের রাজপ্রমুখ, ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শক্রমে একটী মন্ত্রিসভা মনোনীত করেছেন। এই রাষ্ট্রের জন্য একটী গণসভা নির্ব্বাচন করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই গণসভা হায়দরাবাদের যোগদানের ব্যবস্থায় সম্মতি দেবে ও শাসনতন্ত্র প্রণয়ণ করবে। অর্থাৎ এই গণসভা পরে রাষ্ট্রীয় পরিষদে পরিণত হবে।

জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা ও বর্ত্তমানের মন্ত্রিসভা ভারতে যোগদান করেছেন, পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন ও ভারতীয় শাসনতন্ত্র মেনে নিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু এই যোগদান নিয়ে এই রাষ্ট্রে যুদ্ধাবস্থা চলছে, সেহেতু ভারত সরকার গণভোট দ্বারা এই যোগদান স্থির করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই রাষ্ট্রের কিছুটা অংশ পাকিস্তান দখল করেছে। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক আইনের দিক থেকে ভারতের এক অংশে পাকিস্তানের আক্রমণ অবস্থা স্বীকৃত হয়েছে। কাশ্মীরের মহারাজা রাজপ্রমুখ থাকবেন, এছাড়া কাশ্মীর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছেঃ—যোগদান পত্রে (Instrument of accession) যে যে বিষয় হস্তান্তরিত হয়েছে সেই বিষয়ে পার্লামেণ্ট আইন পাশ করতে পারবেন। অন্য বিষয়ে আইন কর্ত্তে হলে রাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের সম্মতি দরকার। (বর্ত্তমানের মন্ত্রিসভা মহারাজার ১৯৪৮ সালের ৫ই মার্চ্চের ঘোষণানুযায়ী গঠিত হয়েছে।) তবে এই রাষ্ট্রের জন্য যে গণপরিষদ গঠিত হবে তার সম্মতি নিয়ে প্রেসিডেণ্ট বা বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয়

মন্ত্রিসভা নির্দ্দেশ বা আইন পাশ করবেন। ভবিষ্যতে প্রেসিডেণ্ট এই গণ-পরিষদের সম্মতি নিয়ে কাশ্মীর রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই বৈশিষ্ট্যকে তুলে দিতে পারবেন।

অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিতে জনগণের প্রতিনিধি নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়েছে ও একজন দেশীয় রাজাকে রাজপ্রমুখ ও একজনকে উপরাজপ্রমুখরূপে মনোনীত করা হয়েছে। কয়েকটীতে গণতান্ত্রিক আইন পরিষদও কাজ করছে। সুতরাং মোটামুটি এই রাষ্ট্রগুলিকে যথাসম্ভব বর্ত্তমানের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার সমকক্ষ করে তেলো হয়েছে। সামন্তরাজাদের ব্যক্তিগত অধিকার, সুযোগ ও মর্য্যাদা অনেকখানি রক্ষা করা হয়েছে। রাজাদের ব্যক্তিগত আয় (Privy purse) সম্বন্ধে ও শাসনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পরিমাণ বাৎসরিক প্রায় ৪ কোটী টাকা হবে। এতে কোনও আয়কর বসবে না। রাজপ্রমুখদের শাসনতান্ত্রিক অবস্থা ও ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে। দেশীয় রাজাদের সঙ্গে যে সমস্ত সনদ, চুক্তিপত্র প্রভৃতি (শাসনতন্ত্র চালু হবার পূর্ব্বে) করা হয়েছে, ও পরে যেগুলি চালু থাকবে, এই শাসনতন্ত্রের আমলে ঐ সব সনন্দ ও চুক্তিপত্রের সম্পর্কে কোনও অধিকার বা দাবী নিয়ে ভবিষ্যতে কোনও মতবিরোধ হলে সুপ্রীমকোর্ট বা অন্য কোনও কোর্ট তার বিচার করতে পারবে না। এইভাবে সুপ্রীম কোর্টের অধিকার অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হবে।

১। রাজপ্রমুখদের নিয়োগ ও কার্য্যকাল গভর্ণরের মত হবে না—২। রাজপ্রমুখের নিজস্ব বাড়ী থাকলে আরার গভর্ণরের মত বিনাভাড়ায় বাড়ী পাবেন না। ৩। প্রত্যেক রাষ্ট্রে রাজপ্রমুখকে নিয়ে আইন পরিষদ গঠিত হবে ও মহীশূরে ২টী কক্ষ ছাড়া অন্য রাষ্ট্রে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে। ৪। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের জন্য চুক্তিপত্রে লিখিত মত 'দেবস্বম' ফাণ্ডে দেবার জন্য বাৎসরিক ৫১ লক্ষ টাকা সংরক্ষিত থাকবে। ৫। এইসব রাষ্ট্রের হাই-কোর্টের জজদের বেতন রাজপ্রমুখদের সহিত আলোচনান্তে প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক নিরূপিত হবে।

১৪। এবার আমরা **প্রথম তালিকাভুক্ত তৃতীয়ভাগের রাষ্ট্রগুলির শাসনব্যবস্থা** সম্বন্ধে আলোচনা কোরব। এগুলি শাসনতন্ত্র চালু হবার পূর্ব্বে চীফ্‌কমিশনার শাসিত প্রদেশ হিসাবে গণ্য আছে। বিন্ধ্যপ্রদেশ এই ভাগে যুক্ত হয়েছে এবং কুচবিহার লুপ্ত হয়ে গেছে।

এই রাষ্ট্রগুলির শাসনব্যবস্থার জন্য প্রেসিডেণ্ট দায়ী থাকবেন, তবে একজন চীফ্‌কমিশনার বা লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরকে নিযুক্ত করবেন। অথবা পার্শ্ববর্ত্তী কোন রাষ্ট্রের যদি আপত্তি না থাকে (ও এই ভাগের সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের যদি

আপত্তি না থাকে) তবে সেই রাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট কর্তৃকও শাসনব্যবস্থা চালাতে পারেন।

পার্লামেণ্ট কোনও রাষ্ট্রের জন্য একটী মনোনীত বা নির্ব্বাচিত আইনপরিষদ অথবা উপদেষ্টামণ্ডলী বা মন্ত্রীমণ্ডলী বা উভয় প্রতিষ্ঠান গঠিত করতে পারেন। এবং তাদের গঠন প্রণালী, ক্ষমতা ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেবেন। যাই হোক্‌, এরা সর্ব্ববিষয়ে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট ও প্রেসিডেণ্টের শাসন ক্ষমতার আওতার মধ্যে থেকে কাজ করবেন। পার্লামেণ্টে কোন রাষ্ট্রে একটী হাইকোর্ট স্থাপন করতে পারে বা উপস্থিত কোন কোর্টকে হাইকোর্ট হিসাবে গণ্য করতে পারেন। অন্য কোনও হাইকোর্ট এসব রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করে থাকলে ভবিষ্যতেও কিছু অদল বদল করে ঐ কর্তৃত্ব করতে থাক্‌বে। পার্লামেণ্টই এসব ব্যাপারে আইন করে নির্দ্দেশ দেবেন। "কুর্গ" রাষ্ট্র সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট অন্য ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল তার কাজ চালিয়ে যাবে। কুর্গের আয় ব্যয় সংক্রান্ত ব্যবস্থাও পূর্ব্ববৎ চলতে থাক্‌বে।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং প্রথম তালিকাভুক্ত নহে এমন অন্য অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, প্রেসিডেণ্ট তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত চীফ্‌ কমিশনার বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষ কর্তৃক শাসনব্যবস্থা চালু রাখবেন। অর্থাৎ প্রেসিডেণ্টই দায়ী থাকবেন। প্রেসিডেণ্ট মাঝে মাঝে এইসব অঞ্চল সম্বন্ধে নির্দ্দেশ জারী করতে পারবেন। সেই নির্দ্দেশগুলি পার্লামেণ্টের আইনের সামিল হবে। এই দ্বীপপুঞ্জের সামরিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই পৃথকভাবে শাসনব্যবস্থা করা হয়েছে।

তপশীলভুক্ত অঞ্চল ও উপজাতি অঞ্চলগুলি প্রধানতঃ রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যুক্ত আছে ও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সরকারকে নির্দ্দেশ দিতে পারবে। উপজাতি সম্বন্ধীয় উপদেষ্টা সমিতি স্থাপিত হবে ও উপজাতিদের জন্য গভর্ণর বা রাজপ্রমুখ নির্দ্দেশ জারী করবেন, তাতে প্রেসিডেণ্টের সম্মতি নিতে হবে। তাছাড়া বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও মধ্যভারতে উপজাতিদের কল্যাণের জন্য একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন।

আসামের উপজাতি অঞ্চলের জন্য জেলা ও আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হবে এবং স্বায়ত্ব শাসনশীল উপজাতিজেলা ও অঞ্চলের মাধ্যমে গভর্ণর এই সকল অঞ্চল শাসন করিবেন। এই সকল ব্যাপারে গভর্ণর নিজ বিবেচনা মত কাজ করবেন ও অনেক সময় উক্ত কমিটিকে উপেক্ষাও করতে পারেন। আসামের এই উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের জন্য শাসনতন্ত্রে প্রায় ১৫ পৃষ্ঠা সংযুক্ত আছে।

এর দ্বারা একটা পৃথক রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি পুরামাত্রায় লিখিত আছে। উহা ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায় যে ঐ সকল অঞ্চলকে যথাসম্ভব আইন, আর্থিক ও বিচার বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, এমন কি রাষ্ট্রীয় আইন সভায় এদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে এবং প্রেসিডেন্টের আদেশ বলে রাষ্ট্রীয় আয়ের একাংশ ঐ সকল অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সংরক্ষিত রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্রমে ক্রমে ঐ সকল অঞ্চল আসামের সাধারণ অঞ্চলের সঙ্গে যাতে মিশে যায় উহাই লক্ষ্য। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে এই ভাবেই প্রজাতান্ত্রিক শাসন স্থাপিত হবে এটা তার আর একটা নিদর্শন।

১৫। **কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বণ্টন**—এই ক্ষমতা তিনটি তালিকায় বিভক্ত হয়েছে—কেন্দ্রীয় তালিকা, রাষ্ট্রিয় তালিকা ও যুক্ত তালিকা—এই তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি পরিশিষ্টে লিখিত আছে। এই বণ্টন প্রথা সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রিয় শাসনতন্ত্রে আছে। তবে এখানে বিশেষত্ব হচ্ছে যে অলিখিত কোনও বিষয় কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের কর্তৃত্বে যাবে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির একটা তালিকাও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আইন প্রণয়ন ব্যাপারে যাতে সংঘর্ষ না বাধে সেজন্য মোটামুটি পার্লামেন্টকেই সর্ব্বক্ষমতা-সম্পন্ন করা হয়েছে। যেমন রাষ্ট্রিয় বিষয়ে আইন পাশের ক্ষমতা, অপর দুই তালিকাভুক্ত বিষয়ে পার্লামেন্টের ক্ষমতার আওতার বাহিরেই কেবলমাত্র সম্ভব-পর হবে। যুক্ত তালিকায়ও কেন্দ্রীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রিয় ক্ষমতার উপরে থাকবে। মোটামুটিভাবে কোনও রাষ্ট্রিয় আইনই কেন্দ্রীয় আইনের পরিপন্থী হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় আইন কার্য্যে পরিণত করবার জন্য রাষ্ট্রিয় সরকারকে সব সময়ই নির্দ্দেশ দিতে পারবে। কোনও জাতীয়স্বার্থে যদি পার্লামেন্টের উচ্চ পরিষদ দুই এর তিন অংশ ভোটাধিক্যে প্রস্তাব পাশ করে তবে পার্লামেন্ট রাষ্ট্রীয় বিষয়ক আইন পাশ করতে পারবে। এরকম আইন প্রথমতঃ ১ বৎসর পর্য্যন্ত ও পরে ঐপ্রস্তাব আবার পাশ হলে এক এক বৎসর করে চালু থাকবে ও প্রস্তাবের কার্য্যকাল শেষ হবারও পর ৬ মাস চালু থাকবে। জরুরী অবস্থায় পালামেণ্ট যে কোনও বিষয়ে আইন পাশ করতে পারবে ও রাষ্ট্রে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার উদ্ভব হলে পালামেণ্টই রাষ্ট্রিয় আইন পরিষদের স্থান অধিকার করবে। কোন কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রিয় সরকারের উপর কার্য্যভার অর্পণ করতে পারে। ১ম তালিকার ২য় ভাগের রাষ্ট্রগুলির যে সামরিক বাহিনী থাকবে তার উপর প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্ব থাকবে ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৬। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে আর্থিক সম্বন্ধ—যুক্তরাষ্ট্রিয়
আর্থিক [Federal finance] ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তজ্জন্য কেন্দ্র ও
রাষ্ট্রের মধ্যে কতকগুলি ট্যাক্স থেকে আদায়ীকৃত অর্থ কি ভাবে বন্টিত হবে
উহা শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত আছে। কেন্দ্রীয় তালিকার কোন কোন ট্যাক্স ধার্য্য
করবার ক্ষমতা, আদায়ের ক্ষমতা এবং কেন্দ্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে বণ্টন ব্যবস্থার
তারতম্য আছে। সেগুলি মোটামুটি এইরূপ ঃ—

[১] যে ষ্ট্যাম্পের উপর এবং ঔষধপত্র ও অঙ্গরাগের উপর আবগারী শুল্ক
কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত, তা' কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য্য করবেন ও ১ম তপশীলের
৩য় ভাগের রাষ্ট্রগুলির জন্য আদায় করবেন। অন্য রাষ্ট্রের জন্য অন্য রাষ্ট্র
আদায় করবে ও সমস্ত অর্থ সেই সেই রাষ্ট্রের প্রাপ্য হবে। [২] কতকগুলি ট্যাক্স
কেন্দ্র কর্ত্তৃক ধার্য্য ও আদায় করা হবে কিন্তু রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক
নির্দ্ধারিত হারে বণ্টন করা হবে। যথা—[ক] কৃষি সম্পত্তি ছাড়া অন্য সম্পত্তির
উপর উত্তরাধিকার ও মৃত্যু-কর, [খ] রেল ভাড়ার উপর ট্যাক্স, [গ] সংবাদপত্রের
উপর ক্রয় বিক্রয় কর ও উহার বিজ্ঞাপন কর ইত্যাদি। [৩] করপোরেশন ট্যাক্স
ও কৃষি আয়কর ব্যতীত অন্যান্য আয়কর কেন্দ্র কর্ত্তৃক ধার্য্য ও আদায় করা
হবে। তবে টাকাটা কেন্দ্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এই বণ্টন ব্যবস্থা
আগামী ২ বৎসরের মধ্যে নিযুক্ত একটা ফাইনান্স কমিশন কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হারে
হবে। উপরোক্ত [২] ও [৩] বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সারচার্জ্জ বসালে সবটাই
কেন্দ্রের প্রাপ্য হবে। [৪] উপরোক্ত ১ম ভাগে বর্ণিত বিষয় ছাড়া অন্যান্য কেন্দ্রীয়
আবগারী শুল্ক কেন্দ্র কর্ত্তৃক ধার্য্য ও আদায় করা হবে, তবে পালামেণ্টের আইনানু-
সারে সমস্ত বা একটা অংশ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বন্টিত হতে পারে। [৫] পাট রপ্তানী
শুল্কের অংশ রাষ্ট্রকে আর দেওয়া হবে না, তবে আগামী ১০ বৎসর পর্য্যন্ত এই
স্বার্থত্যাগের জন্য আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গকে ফাইনান্স কমিশনের
রিপোর্ট অনুযায়ী কেন্দ্র থেকে বাৎসরিক অর্থসাহায্য করা হবে। [৬] পালা-
মেণ্টের আইনানুসারে কোন কোন রাষ্ট্রের জন্য বাৎসরিক অর্থসাহায্য করা
চলবে—বিশেষতঃ তপশীলভুক্ত উপজাতি অঞ্চলগুলির উন্নয়ন ব্যবস্থার জন্য ও
আসামের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য। এবিষয়েও ফাইনান্স
কমিশন রিপোট দেবেন। [৭] রাষ্ট্র কর্ত্তৃক ধার্য্য ব্যবসায়, বৃত্তি বা উপজীবিকার
উপর ট্যাক্সের পরিমাণ উর্দ্ধে বাৎসরিক ২৫০৲ টাকা হতে পারবে।

১ম তপশীলের ২য় ভাগের রাষ্ট্রগুলির আর্থিক সংহতি এখনও আনীত হয়নি,
আশা করা যায় ১৯৫০এর ১লা এপ্রিলের মধ্যে এই রাষ্ট্রগুলির আর্থিক কাঠামো

সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে রচিত হবে, ও কেন্দ্রের সঙ্গে এদের আর্থিক সম্বন্ধ অন্য রাষ্ট্রের মতই হবে। যাহোক ট্যাক্স আদায় ও বণ্টন ও অন্যান্য আর্থিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এদের সঙ্গে আপাততঃ একটা চুক্তি করে নিতে পারবে।

বর্ত্তমানে 'নিয়েমার' রোঁয়েদাদ অনুযায়ী এই সব আর্থিক বণ্টন ব্যবস্থা আছে। কেবল ১৯৪৮ এর ডিসেম্বরে গভর্ণর জেনারেল এর একটা সংশোধন করেন। এই ব্যবস্থা প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ অন্তবর্ত্তী কালে চালু রাখা হবে। তারপর ফাইনান্স কমিশন আর একটা রোয়েদাদ দিলে প্রেসিডেণ্ট পার্লামেণ্টের সম্মতি নিয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। এই সকল ট্যাক্স বণ্টন-নীতি, হার প্রভৃতি কিছুই শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়নি। অবশ্য এর প্রধান কারণ দেখান হয়েছে যে দেশীয় রাজ্যের আর্থিক সংহতি এখনও হয়নি ও নানা প্রকার আর্থিক বিবরণ ও পরিমাণ সরকারের জানা নেই।

ট্যাক্স ধার্য্য ব্যাপারে কয়েকটী ক্ষেত্রে রেহাই দেওয়া হয়েছে যেমন (১) কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রিয় কর্ত্তৃপক্ষ কোন ট্যাক্স বসাতে পারবে না। তবে শাসনতন্ত্র চালু হবার পূর্ব্বে কোনও ট্যাক্স থাকলে তা' চলতে থাকবে, অবশ্য পার্লামেণ্ট এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

(২) রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্য্য ক্রয় বিক্রয় করে বাধা নিষেধ আছে—যখন ঐ ক্রয় বিক্রয় সেই রাষ্ট্রের বাইরে অথবা ভারত থেকে আমদানী রপ্তানীর জন্য অথবা আন্তর্রাষ্ট্র বাণিজ্যের জন্য হয় অথবা অত্যাবশ্যক দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়। (৩) সাধারণতঃ কোন রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় সরকার বা রেলওয়ে কর্ত্তৃক ব্যবহৃত কোনও বিদ্যুৎএর উপর বা আন্তর্রাষ্ট্রিয় নদী বা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণের জন্য জলপথ বা বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর কর বসাবে না।

(৪) রাষ্ট্রের সম্পত্তি ও আয় কেন্দ্রীয় করের অধীন হবে না, তবে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ছাড়া রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অন্য কোনও ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর কর বসানো যাবে। লবণের উপর কোন ট্যাক্স বসানোর বাধা নেই, বিশেষ করে আমদানীকৃত লবণের উপর আমদানী শুল্ক বসানো চলবে। তবে এদেশে উৎপন্ন লবণের উপর ট্যাক্স ধার্য্যের বাধা না থাকলেও, গত অভিজ্ঞতার ফলে কোন রাষ্ট্র ট্যাক্স ধার্য্য করতে সাহস করবে না।

উপরোক্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক কাঠামো যথাসম্ভব দৃঢ় করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রগুলিকে যাতে অর্থের জন্য কেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হতে হয় তার ব্যবস্থা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রিয় আর্থিক ব্যবস্থার নীতি হিসাবে এটা ঠিক নয় কারণ এতে রাষ্ট্রগুলি পঙ্গু হয়ে যাবে ও শেষে কেন্দ্রকে ভারক্রান্ত

করে তুলবে। তাছাড়া যদি রাষ্ট্রিয় স্বায়ত্তশাসন নীতি হিসাবে মেনে নেওয়া হয়, তবে আর্থিক স্বায়ত্তশাসনকেও রূপ দেওয়া দরকার। সেটা কিন্তু সম্ভব হয়নি। আর্থিক জরুরী অবস্থায় প্রেসিডেণ্টের অর্থনৈতিক ক্ষমতা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

১৭। **স্থায়ী কর্ম্মচারী নিয়োগ ব্যবস্থা** :—তিন প্রকার চাকুরী থাকবে— কেন্দ্রীয়, রাষ্ট্রিয়, ও সর্ব্বভারতীয়। শেষোক্ত চাকুরীর মধ্যে বর্ত্তমানে I.A.S. ও I.P.S কে গণ্য করা হবে, ভবিষ্যতে পার্লামেণ্টের উচ্চ পরিষদের ২/৩ ভোটাধিক্যে আরও সর্ব্বভারতীয় চাকুরীর ব্যবস্থা করা যাবে। পূর্ব্বতন বিলাতের ভারত সচিব কর্তৃক নিযুক্ত I.C.S. ও I.P.S. চাকুরীয়ারা, যারা শাসনতন্ত্র চালু হবার পরেও চাকুরীতে থাকবেন তাদের চাকুরীর চুক্তি বিশেষতঃ বেতন, ছুটি, পেন্‌সন্ ও শৃঙ্খলামূলক অধিকার ও নূতন পরিস্থিতিতে সম্ভবপর অন্যান্য অধিকার পূর্ব্বের মতই উপভোগ করতে থাকবেন। অবশ্য ভবিষ্যতে যদি এদের চাকুরীথেকে বরখাস্ত করা হয় তবে ক্ষতি পূরণ পাবেন কিনা তার উল্লেখ নেই। যাহোক নতুন শাসনতন্ত্রে একটা বিশিষ্ট চাকুরীয়াসম্প্রদায়ের সম্বন্ধে এরকম একটা বাঁধাধরা ও পৃথক সুযোগ দেওয়া দৃষ্টিকটু হয়েছে। এর উত্তরে বলা হয় যে এদের সহযোগিতার ফলে, বৃটিশ শাসন থেকে দেশীয় শাসনে পরিবর্ত্তনটা সহজসাধ্য হয়েছে; তাছাড়া এদের মধ্যে বেশীর ভাগই কার্য্যপটু ও এদের না হলে শাসনযন্ত্র নাকি বানচাল হোয়ে যেত। বর্ত্তমান সর্ব্বভারতীয় চাকুরীয়াদের সঙ্গে এদের পার্থক্য করাতেও দৃষ্টিকটু ও অসন্তোষের সৃষ্টি হতে পারে। কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রিয় চাকুরীর জন্য শাসনতন্ত্রে যে ব্যবস্থা আছে তা যথাক্রমে পার্লামেণ্ট ও রাষ্ট্রিয় আইন পরিষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। উপযুক্ত আইন পরিষদ আইন পাশ না করা পর্য্যন্ত যথাক্রমে প্রেসিডেণ্ট ও গভর্ণর বা রাজপ্রমুখেরা এই চাকুরী সম্বন্ধে সকলরকম ব্যবস্থা ও নির্দ্দেশ দান করবেন। এসব চাকুরীর (সামরিক চাকুরীসহ) স্থায়িত্ব নির্ভর করবে যথাক্রমে প্রেসিডেণ্ট ও গভর্ণমেণ্ট বা রাজপ্রমুখের মর্জ্জির উপর। তবে অন্যান্য কোন চুক্তিবদ্ধ চাকুরীর ক্ষেত্রে, যদি চুক্তিমত স্থায়িত্বের পূর্ব্বেই চাকুরী থেকে বিদায় নিতে হয় তবে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে। যে কর্তৃপক্ষ এদের নিযুক্ত করবেন তার অধস্তন কোনও কর্তৃপক্ষ এদের বিতাড়িত করবেন না। তাছাড়া এদের বরখাস্ত, বিতাড়িত কিংবা নিম্নপদে নামাতে গেলে, যথাসম্ভব কারণ দেখাতে হবে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এ কারণ দেখাতে হবে না। নতুন ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত এসব চাকুরার বর্ত্তমান নিয়মকানুন ও ব্যবস্থা চালু থাকবে।

কেন্দ্রে, রাষ্ট্রে বা দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ব্যবস্থা আছে। এসব কমিশনের কাজ হবে মাত্র উপদেশ বা পরামর্শমূলক, অনেকক্ষেত্রে আবার এদের পরামর্শ বা উপদেশ চাওয়ার দরকার হবে না। প্রেসিডেণ্ট বা গভর্ণরের নির্দ্দেশমত এসব ক্ষেত্রে নিয়োগাদি চলবে। তবে তাদের নির্দ্দেশ, সংশ্লিষ্ট আইন পরিষদে উত্থাপন করতে হবে ও আইন পরিষদের সম্মতির দরকার হবে। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও উপজাতীয়দের চাকুরীতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা বিবেচনা করা হবে। তবে যাতে শাসনকার্য্যের উৎকর্ষ নষ্ট না হয় তা দেখা হবে। আগামী ২ বৎসর ও পরে প্রত্যেক ২ বৎসরে অ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের জন্যে কয়েকটী বিভাগীয় চাকুরীতে আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং ক্রমে হ্রাস পেয়ে ১০ বৎসরের মধ্যে এ ব্যবস্থা লোপ পাবে। অ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের আগামী ১০ বৎসরের জন্য শিক্ষাখাতেও ব্যয় সংরক্ষিত হবে।

উপরিবর্ণিত বিবরণ থেকে দেখা যাবে যে কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রিয় সরকার ও আইন পরিষদ এইসব চাকুরীয়াদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবে। ফলে চাকুরীয়ারা সব সময়ই মেজরিটি পার্টিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সচেষ্ট হবে। সুতরাং স্থায়ী কর্ম্মচারীদের নিরপেক্ষ মনোভাব লুপ্ত হয়ে যাবে। তবে তাদের চাকুরীর ব্যবস্থা মোটেই আশাপ্রদ হয়নি এবং স্বেচ্ছাচার বা ব্যক্তিত্বমূলক কোন কার্য্যই তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

১৮। **ভোটদান প্রণালী**—পার্লামেণ্ট, রাষ্ট্রিয় আইন পরিষদ, প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস্ প্রেসিডেণ্টের নির্ব্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ণ ও ভোটগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে, নিয়ন্ত্রণ, নির্দ্দেশ ও পরিদর্শনের জন্য একটা ইলেক্‌সন কমিশন থাকবে। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য মেম্বারদের নিযুক্ত করবেন প্রেসিডেণ্ট ; তবে পার্লামেণ্ট এ বিষয়ে আইন পাশ করতে পারে। ইলেকশন ট্রাইবুন্যালের নিয়োগ করবেন এই কমিশন। প্রত্যেক সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে এই কমিশনের পরামর্শ নিয়ে প্রেসিডেণ্ট আঞ্চলিক ইলেকশান কমিশনার নিযুক্ত করবেন। চেয়ারম্যানকে পদচ্যুত করতে হলে সুপ্রীম কোর্টের জজদের পদচ্যুতির মত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

উপরোক্ত ভোটদান ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রিয় ইলেকশনে কেন্দ্রীয় প্রভাব বিস্তার করবে। এবং কমিশনের চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় পালামেণ্টের সহযোগে রাষ্ট্রিয় ইলেকশনে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন।

আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত প্রত্যেক ভোটদান এলাকার জন্য একটী সাধারণ

ভোটদাতার তালিকা থাকবে এবং জাতিধর্ম্ম বর্ণ, স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিচারে কেহই এই তালিকা থেকে বাদ পড়বেন না বা কোন পৃথক ভোটদাতার তালিকা দাবী করতে পারবেন না। পার্লামেণ্ট ও রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচন হবে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। ভোটাধিকার পাবার গুণ—ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, ২১ বৎসরের বেশী বয়স দরকার, ও সংশ্লিষ্ট আইন পরিষদ কর্ত্তৃক যদি বসবাস, মানসিক অসুস্থতা, অপরাধ বা অন্য কোন অন্যায় কার্য্যের জন্য অনুপযুক্ত বিবেচিত না হয়। পার্লামেণ্ট কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রীয় ভোটদান ব্যবস্থা সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে আইন, পাশ করতে পারে। ইলেক্‌শন ট্রাইবুন্যাল ছাড়া অন্য কোনও কোর্টে ভোটদান ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন উঠতে পারবে না। তপশীলভুক্ত শ্রেণী ও উপজাতিদের জন্য লোক সংখ্যানুপাতে আসন সংরক্ষিত থাকবে;—এগুলি একত্রিত ভোট-দানের (Joint-election) ভিত্তিতে নির্ব্বাচন হবে, ও এব্যবস্থা মাত্র আগামী ১০ বৎসরের জন্য।

১৯ **সরকারী ভাষা**—যুক্তরাষ্ট্রিয় ভাষা হবে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী। তবে সরকারী কাজের জন্য ভারতীয় গণনাপদ্ধতির আন্তর্জ্জাতিক রূপ দেওয়া হবে। তাছাড়া আগামী ১৫ বৎসরে ইংরাজী ভাষাও সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হবে। প্রেসিডেণ্ট ইতিমধ্যে ইংরাজী ছাড়া হিন্দিভাষা ও গণনা-পদ্ধতির হিন্দিরূপ ব্যবহারের নির্দ্দেশ দিতে পারেন। ১৫ বৎসর পরে পার্লামেণ্ট আবার ইংরাজী ভাষা বা গণনায় দেবনাগরী পদ্ধতি বাৎলাতে পারবে। ৫ বৎসরের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট একটী কমিশন নিযুক্ত করবেন—এই কমিশন হিন্দি ভাষার ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করবেন এবং পার্লামেণ্টের একটী কমিটি এই রিপোর্ট বিবেচনা করবেন। তারপর প্রেসিডেণ্ট যথারীতি নির্দ্দেশ দেবেন। রাষ্ট্রের জন্য প্রচলিত এক বা একাধিক ভাষা বা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করা যাবে। অন্য ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত ইংরাজীই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চলতে থাকবে। বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ভাষা বা হিন্দি, ভবিষ্যতে আন্তরাষ্ট্রিয় বা কেন্দ্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজন হলে প্রেসিডেণ্ট দোভাষী রাষ্ট্রের জন্য ২টী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ব্যবহারের নির্দ্দেশ দেবেন। কিন্তু সুপ্রীম ও হাইকোর্টের কার্য্য ব্যবস্থা, বিল ও আইন, অর্ডিনান্স, নিয়ম, নির্দ্দেশনামা প্রভৃতি সাধারণতঃ ইংরাজী ভাষায় চলতে থাকবে। এসব বিষয়ে আগামী ১৫ বৎসরে কোন আইন পাশ করতে হ'লে প্রেসিডেণ্টের অনুমতি দরকার হবে। অভাব অভিযোগ জানাতে হলে কেন্দ্রীয় বা রাষ্ট্রিয় সরকার যে ভাষা ব্যবহার করেন সেই ভাষায় জানাতে হবে।

রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব নিয়ে গণপরিষদে যথেষ্ট বাদানুবাদ হয়েছিল, এ সময়ে পণ্ডিত নেহেরু যে সতর্কবাণী দিয়েছিলেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে, হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করা হচ্ছে, তবে কোন ভাষাই জোর করে, কোনও জাতির উপর চাপালে চলবে না।

সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক সংহতি আনবার জন্য যেমন রাষ্ট্রভাষা প্রয়োজন, তেমনি প্রত্যেক অঞ্চলের ভাষাগুলির সমৃদ্ধি ও সংরক্ষণ প্রয়োজন। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করবার বিপক্ষে বলা হয়েছে যে, এতে হিন্দীভাষার সাম্রাজ্য গড়বার চেষ্টা হচ্ছে। অনেকের মতে হয়ত ইংরাজীকে শেষ পর্য্যন্ত বাদ দেওয়া অসম্ভব হবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই শাসনতন্ত্র প্রথমে ইংরেজী ভাষায় আলোচিত ও গৃহীত হয়েছে।

২০। শাসনতন্ত্রসংশোধন প্রণালীঃ—ভারতীয় শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য রচিত, তাছাড়া এতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রাচুর্য্যও আছে। সেইজন্য এই শাসনতন্ত্রকে আয়াসেসংশোধ্য [rigid] আখ্যা দেওয়া যায়। পার্লামেন্টের সাধারণ অধিবেশনে এই শাসনতন্ত্রের সংশোধন সম্ভব হবে না— বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে, কিন্তু প্রত্যেক কক্ষে উপস্থিত ২/৩ ভোটাধিক্যে ও সমস্ত সভ্যসংখ্যার মেজরিটীতে পাশ হওয়া ও প্রেসিডেন্টের সম্মতির দরকার হবে।

তবে কয়েকটী বিষয়ে পার্লামেন্টের এই প্রস্তাব প্রথম তালিকাভুক্ত ১ম ও ২য় বিভাগে বর্ণিত রাষ্ট্রগুলির অর্দ্ধেক আইনপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হওয়া দরকার। এই বিষয়গুলি হচ্ছে প্রেসিডেন্টের নির্ব্বাচন ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রিয় সরকারের শাসন ক্ষমতা, সুপ্রীম ও হাইকোর্ট সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ণ ক্ষমতার বন্টন প্রণালী, পার্লামেন্টে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব ও শাসনতন্ত্রের সংশোধন ব্যবস্থা।

আবার এমন অনেক বিষয় আছে যাতে পার্লামেন্ট সাধারণ ভোটাধিক্যে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করতে পারবেন—উপরোক্ত বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না,—যেমন নতুন রাষ্ট্র গঠন বা বর্ত্তমান রাষ্ট্রসমূহের পুনর্গঠন, প্রথম তালিকাভুক্ত ৩য় বিভাগের রাষ্ট্রসমূহের শাসনতন্ত্র রচনা, অর্থনৈতিক ধারাগুলি ইত্যাদি।

কয়েকটী ক্ষেত্রে আবার রাষ্ট্রগুলিও শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য প্রস্তাব পাশ করতে পারে। এই প্রস্তাব রাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের নিম্নকক্ষের মোট

সভ্যসংখ্যার মেজরিটীতে ও ২/৩ ভোটাধিক্যে পাশ হলে, পার্লামেণ্ট সাধারণ ভোটাধিক্যে ঐ প্রস্তাব পাশ করলে ও প্রেসিডেণ্ট সম্মতি দিলে, এই সংশোধন হতে পারবে—যেমন রাষ্ট্রিয় আইন পরিষদের এক কক্ষ থাকবে না দুই কক্ষ হবে।

২১। **বিচার ব্যবস্থা :**—ভারতে একটা **সুপ্রীম কোর্ট** থাকবে। ১৯৫০ এর ২৬শে জানুয়ারী তারিখে বর্ত্তমান ফেডারেল কোর্ট প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের পর সুপ্রীম কোর্টে পরিণত হবে। বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিষয়ক কর্ত্তৃত্ব পূর্ব্বেই (১০ই অক্টোবর ১৯৪৯) একটা আইন দ্বারা তুলে নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে সুপ্রীম কোর্ট বর্ত্তমানের ফেডারেল কোর্টের বিচার বিষয়ক কর্ত্তৃত্ব লাভ করবে।

প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রিয় শাসনতন্ত্রে একটী সুপ্রীম কোর্ট গঠনের কথা বলেছে, তার উদ্দেশ্য শাসনতন্ত্রকে রক্ষা করা, জনসাধারণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা এবং কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রিয় শাসন ও আইন প্রণয়ণ ক্ষমতাকে সঠিক চালু রাখা।

ভারতের সুপ্রীম কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাতজন জজ থাকবেন। সুপ্রীম কোর্ট ও অন্যান্য হাইকোর্টের কতক জজদের পরামর্শ-ক্রমে ও সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সর্ব্বক্ষেত্রে পরামর্শ ক'রে, প্রেসিডেণ্ট সুপ্রীমকোর্টের অন্যান্য জজদের নিযুক্ত করবেন। কিন্তু তাদের পরামর্শ লওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই, এতে জজ-নিয়োগে রাজনৈতিক চাপ পড়বার সম্ভাবনা। এদের ৬৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কার্য্যকাল হবে। জজদের কার্য্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অবশ্য লিখিত হয়েছে, যে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের মোট সংখ্যার মেজরিটীতে ও ২/৩ ভোটাধিক্যে প্রস্তাব পাশ হলে ও সেই প্রস্তাবে প্রেসিডেণ্ট মত দিলে তবে কোনও জজকে অপসারিত করা যাবে। সুপ্রীম কোর্টের কোন জজ ভবিষ্যতে ভারতের কোনও বিচারালয়ে ওকালতী করতে পারবেন না। এই জজদের নিম্নলিখিত গুণ থাকা চাই :—ভারতের নাগরিক হতে হবে ও (১) অন্ততঃ ৫ বৎসর কোন হাইকোর্টের জজ হওয়া চাই, বা (২) অন্ততঃ ১০ বৎসর কোন হাইকোর্টে ওকালতী করা চাই বা (৩) প্রেসিডেণ্টের মতে একজন নামজাদা আইনজ্ঞ হওয়া চাই। প্রধান বিচারপতির বেতন মাসিক ৫০০০৲ টাকা, অন্যান্য জজের ৪০০০৲ টাকা বেতন।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা :—সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় :—

(১) **আদিম বিভাগ** :—নিম্নলিখিত বিবাদগুলি সুপ্রীম কোর্টের আদিম বিভাগের বিচার্য্য হবে :—

(ক) ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাষ্ট্রিয় সরকারের মধ্যে বিবাদ (খ) ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাষ্ট্রিয় সরকার এক দিকে এবং এক বা একাধিক রাষ্ট্রিয় সরকার অপরপক্ষে অথবা (গ) দুই বা তদধিক রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ। আইনগত অধিকার নিয়ে এই বিবাদ হওয়া চাই। তার মানে শাসনতান্ত্রিক আইন, ভারত স্বাধীনতা আইন, কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রিয় আইনসমূহ থেকে উদ্ভূত আইনগুলির সম্বন্ধে বিবাদ এর বিচার্য্য হবে।

(২) **আপীল বিভাগ** :—সাধারণতঃ রাষ্ট্রিয় হাইকোর্ট থেকে নিম্নলিখিত আপীলগুলি সুপ্রীম কোর্টের বিচার্য্য হবে :—

(ক) যদি হাইকোর্ট সম্মতি দেয় তবে কোন শাসনতান্ত্রিক আইন সংক্রান্ত বিবাদের সিভিল, ক্রিমিনাল বা অন্য কোন মামলার আপীল চল্‌বে। (খ) হাইকোর্ট সম্মতি না দিলে, সুপ্রীমকোর্ট নিজেই উক্তরূপ মামলার আপীল করবার বিশেষ অনুমতি দিলেও আপীল চল্‌বে। (গ) উপরোক্ত ২টী উপসূত্র প্রযোজ্য কিনা, সে সম্বন্ধেও বিবাদ হলে, আপীল চল্‌বে।

সিভিল মামলার আপীল :—মামলার বিষয়বস্তুর মূল্য অন্যূন ২০ হাজার টাকা। কোনও মামলার বিচারে বা ডিক্রীতে উপরি উক্ত পরিমাণ টাকার সম্পত্তির দাবী থাকলে অথবা সুপ্রীম কোর্টে পাঠানোর মত মামলা বলে হাইকোর্ট সার্টিফিকেট দিলে আপীল চলবে। বিবাদী এক্ষেত্রেও শাসনতান্ত্রিক আইনের প্রশ্ন তুলতে পার্ব্বেন। যাহোক্ হাইকোর্টের একজন মাত্র জজ যদি এসব মামলার বিচার করে থাকেন, তবে সুপ্রীম কোর্টে আপীল চলবে না।

ক্রিমিনাল মামলার আপীল—হাইকোর্ট কোনও মামলায় যদি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে থাকে, বা কোন উপযুক্ত মামলা আপীলযোগ্য হলে, সুপ্রীম কোর্টে আপীল চলবে। পার্লামেণ্ট অবশ্য আর কি ধরণের ক্রিমিন্যাল মামলা সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হবে তা' আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত করবে। এ ছাড়া, যদি কোনও বিষয়ে শাসনতন্ত্র চালু হবার পূর্ব্বে ফেডারেল কোর্টে মামলা চলতো, তবে সেগুলিও সুপ্রীম কোর্টের আওতার মধ্যে পড়বে। সুপ্রীম কোর্ট স্বীয় বিবেচনায় ভারতের যে কোন কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ করতে পারে, তবে সামরিকবাহিনীর আইনে গঠিত কোনও কোর্টের রায় সম্বন্ধে এ ধারা প্রযোজ্য হবে না। যাতে সৈন্য বাহিনীতে নিয়মানুবর্ত্তিতা সুষ্ঠুরূপে রক্ষিত হয়, তজ্জন্যই কোর্টমার্শালের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্ট আপীল গ্রহণ করতে

পারবে না। পার্লামেণ্ট আইন পাশ করে' সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও আওতা অনেক বিষয়ে বাড়াতে পারে, তবে এ ব্যাপারে কোন কোন বিষয়ে রাষ্ট্রিয় আইন পরিষদের সম্মতি প্রয়োজন হবে।

(৩) **পরামর্শ বিভাগ**ঃ—কোন সময়ে প্রেসিডেণ্ট যদি মনে করেন তবে কোন আইন বিষয়ক প্রশ্ন সুপ্রীমকোর্টের মতামতের জন্য প্রেরণ করতে পারেন। তবে এ হবে পরামর্শ মাত্র, প্রেসিডেণ্ট তা' গ্রহণ করতে পারেন, নাও পারেন।

হাইকোর্ট—প্রথম তালিকায় ১ম ভাগের প্রত্যেক রাষ্ট্রে একটী হাইকোর্ট থাকবে। একজন চীফ্ জাষ্টিস্ ও প্রেসিডেণ্টের নির্দ্ধারিত সংখ্যক অপর জজেরা থাকবেন। জজেরা প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। তবে এ ব্যাপারে ভারতের চীফ্ জাষ্টিস্, রাষ্ট্রিয় গভর্ণর ও (রাষ্ট্রিয় চীফ্ জাষ্টিস্ ব্যতীত অন্য জজের নিয়োগে) রাষ্ট্রিয় চীফ জাষ্টিস্এরা পরামর্শ দেবেন। এরা ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জজিয়তী করতে পারবেন। হাইকোর্টের জজের অপসারণ সুপ্রীমকোর্টের জজের অপসারণের তুল্য হবে। হাইকোর্টের বিদায়ভোগী কোন্ জজ কোন কোর্টে ওকালতী করতে পারবেন না। সুপ্রীমকোর্টের জজের সঙ্গে পরামর্শ করে, প্রেসিডেণ্ট হাইকোর্টের জজদের বদলী করতে পার্বেন। অন্তবর্ত্তীকালে প্রেসিডেণ্টের আসন শূন্য হলে পুনর্নির্ব্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত সুপ্রীমকোর্টের চীফ্ জাষ্টিস্ প্রেসিডেণ্টের কার্য্য সম্পাদনা করবেন।

২২। **অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন ব্যবস্থা**—শাসনতন্ত্র চালু হবার তারিখ (২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০) থেকে এই শাসনতন্ত্রানুযায়ী সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফল পর্য্যন্ত সময়টী অন্তর্ব্বর্ত্তীকাল। এর পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হয়নি, তবে বলা হচ্ছে যে আগামী এক বৎসরের মধ্যে এই সাধারণ নির্ব্বাচন হবে। এই সময়ের জন্য শাসনতন্ত্রে অনেকগুলি সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য আইন পরিষদ, সরকারী ব্যবস্থা ও আইন ব্যবস্থা প্রভৃতি চালু অবস্থায় রাখা। নাগরিক বিধি, অস্থায়ী পার্লামেণ্ট, ও শাসনতান্ত্রিক অসুবিধা দূর করবার প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়গুলি শাসনতন্ত্র পাশ হবার পর থেকেই কার্য্যকরী হয়েছে। এই শেষোক্ত ব্যাপারে প্রেসিডেণ্টের স্থলে বর্ত্তমান গভর্ণর জেনারেলও কাজ করতে পারবেন। এই অন্তর্ব্বর্ত্তীকালের জন্য বর্ত্তমান গণপরিষদ একজন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করবেন এবং শাসননির্দ্দিষ্ট বিধিমত প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনিই প্রেসিডেণ্ট থাকবেন। ২৬।১।৫০ তারিখ থেকেই এই গণ-পরিষদ আবশ্যিক পরিবর্ত্তনসহ অস্থায়ী পার্লামেণ্ট হবে।

এজন্য বর্ত্তমান :গণপরিষদ থেকে অনেকগুলি সভ্যের পদত্যাগ ও শূন্য আসনে নতুন নির্ব্বাচন করতে হচ্ছে। ৬।১০।৪৯ তারিখে যে সব সভ্য গণপরিষদ ও রাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের সভ্য ছিলেন, তাদের পার্লামেন্টের সভ্যপদ থেকে বিদায় নিতে হবে। আবশ্যক পরিবর্ত্তন সহ বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী, গভর্ণরেরা, স্পীকারেরা, রাজপ্রমুখরা, জজেরা ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা স্বপদে বহাল থাকবেন। তবে প্রত্যেকের নতুন কোরে শপথ গ্রহণ করবার দরকার হবে। আইন-বিষয়ক নিম্নলিখিত সূত্রগুলি অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে বহাল থাক্‌বে :—(১) আগামী ৫ বৎসর পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আইনপ্রণয়ণের যুক্ততালিকায় স্থান পাবে : তুলা ও পশমজাতীয় দ্রব্য, তুলাবীজ, কাগজ, খাদ্যদ্রব্য, কয়লা, লৌহ, ইস্পাত ও অভ্র। (২) বর্ত্তমানের প্রায় সব আইনগুলি চালু থাক্‌বে, তবে দরকার হলে প্রেসিডেণ্ট সেগুলি নতুন শাসনতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য আনবার জন্য কিছু কিছু সংশোধন কোরতে পারবেন, কিন্তু ২ বৎসর পরে এই সংশোধন চল্‌বে না। কোন আইনপরিষদ ভবিষ্যতে প্রেসিডেণ্টের এই সংশোধিত আইন বাতিল বা পুনরায় সংশোধিত করতে পারবে। (৩) প্রেসিডেণ্ট শাসনতান্ত্রিক অসুবিধা দূর করবার জন্য, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য, নতুন শাসনতন্ত্রের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন কোরতে পারবেন। কিন্তু সাধারণ নির্ব্বাচনের পর পার্লামেণ্ট একবার গঠিত হলে, প্রেসিডেণ্ট আর এসব কোরতে পারবেন না। প্রেসিডেণ্টের এই সংক্রান্ত সব নির্দ্দেশ পার্লামেণ্টে উপস্থিত কোরতে হবে। (৪) শাসনতন্ত্র চালু হবার পূর্ব্বে যদি কোন প্রদেশে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালের জন্য নতুন ইলেকশনের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়, তবে সেই ইলেকশনের ফলাফলের উপর গঠিত আইন পরিষদ ও মন্ত্রীমণ্ডলী আগামী সাধারণ ইলেকশন পর্য্যন্ত চালু থাক্‌বে। তবে পূর্ব্বোক্ত ইলেকশন ১৯৩৫ আইনের ভিত্তিতে গৃহীত হবে। (৫) শাসনতন্ত্র চালু হবার পূর্ব্বে আইন পরিষদে উত্থাপিত বিল, শাসনতন্ত্র চালু হবার পরেও, আলোচিত হতে পারবে।

অন্যান্য ব্যবস্থা—(১) নতুন শাসনতন্ত্র চালু হবার পর ৩ বৎসরের মধ্যে যে সব ভোটগ্রহণ করা হবে, তাতে ভারতের বা কোন অংশের লোকসংখ্যা কত ধরা হবে, তা' ঠিক করবেন প্রেসিডেণ্ট। (২) ফেডারেল কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিরা যথাক্রমে সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি হবেন। ফেডারেল কোর্টে যে সব মামলা দায়ের আছে, সে সব সুপ্রীমকোর্ট নিষ্পত্তি করবেন। বর্ত্তমান আইনের দ্বারা প্রিভিকাউন্সিল যে সমস্ত মামলার বিচার করবেন, সগুলির রায় বহাল থাক্‌বে।

(৩) পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের মেম্বাররা পূর্ব্বের ন্যায় পরেও বহাল থাকবেন এবং পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত তাদের কার্য্যকাল থাকবে।

এই শাসনতন্ত্রের নাম হবে "Constitution of India" (ভারতের শাসনতন্ত্র)। এই শাসনতান্ত্রিক আইনের বলে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন উহার বিভিন্ন সংশোধন আইন সহ বাতিল হবে। কেবল ১৯৪৯এর প্রিভিকাউন্সিল অধিকার-অবসান আইন বলবৎ থাকবে।

রাষ্ট্রিয় পতাকা, শীলমোহর, প্রতীকচিহ্ন ও রাষ্ট্রিয় গীতি সম্বন্ধে গণপরিষদের বিভিন্ন প্রস্তাবানুযায়ী রূপ দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রিয় পতাকা হচ্ছে অশোকচক্র লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা, ও রাষ্ট্রিয় প্রতীক চিহ্ন হচ্ছে—একটা ভিত্তির (pedestal) উপর ত্রিসিংহমুণ্ড, দক্ষিণে ষাঁড় ও বামে ঘোড়া, ভিত্তির গায়ে মাঝখানে অশোকচক্র এবং সর্ব্বনিম্নে দেবনাগরী অক্ষরে "সত্যমেব জয়তে"। রাষ্ট্রিয় গীতি হিসাবে "জনগণমন অধিনায়ক" রবীন্দ্রনাথের এই গানটাই গৃহীত হয়েছে, তবে "বন্দেমাতরম্"কে সমান মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে।

২৩। **পরিশিষ্ট**—এই বিরাট শাসনতন্ত্রের এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত পরিচয়। লিখিত শাসনতন্ত্র হিসাবে ইহা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম, তার কারণ প্রায় প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয় এতে লিপিবদ্ধ আছে—যাতে পরে সূত্রগুলি নিয়ে নানাপ্রকার বাদানুবাদ না হয় ও কোর্টের বিচারের উপর সব সময় নির্ভর না করতে হয়। কিন্তু তা' হলেও এমন অনেক জটিল বিষয় আছে যা' নিয়ে কোর্টের শরণাপন্ন হতেই হবে। তা' ছাড়া পার্লামেণ্টকে অবিলম্বে ও অনতিবিলম্বে অনেক বিষয়ে আইন পাশ করতে হবে, তবেই শাসনতন্ত্রের ধারাগুলি সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হবে। তৃতীয়তঃ প্রেসিডেণ্টকেও অবিলম্বে ও অনতিবিলম্বে অনেক নির্দ্দেশ জারী করতে হবে যাতে বর্ত্তমান অবস্থা থেকে সহজে নতুন অবস্থায় পৌছানো যায়। অবিলম্বে যে যে কার্য্যের দরকার হচ্ছে তার একটা সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি উপরে দেওয়া হয়েছে।

গণপরিষদের ঘরে বাইরে মাসের পর মাস এই কথাই তর্কবিতর্ক হয়েছে যে শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে শক্তিশালী করা হয়েছে—কংগ্রেস ও উহার নেতারা পূর্ব্বে এই নীতির বিপক্ষেই মত ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা' সত্ত্বেও। কিন্তু বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে ও উপস্থিত দেশের আভ্যন্তরান অবস্থার চাপে হয়ত কংগ্রেসকে মত পরিবর্ত্তন করতে হয়েছে ও এই কেন্দ্রীভূত সরকারী ব্যবস্থা মানতে হয়েছে। ডক্টর সি, আর, রেড্ডি বলেছেন, ইংলণ্ড বা আমেরিকার

যুক্তরাষ্ট্রের মত আমাদের দেশ এতদূর একত্রীভূত নয় যে গোটা কয়েক সাধারণ সূত্রের উপর এর শাসন কার্য্য চল্‌বে, আর জনসাধারণের স্থায়ী সতর্ক দৃষ্টি ও সংহত জনমত বুদ্ধি ও বিবেচনার সঙ্গে সেসব সাধারণ নীতি পরিচালনা করবে। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের এই শেষোক্ত অবস্থা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই প্রকার কেন্দ্রীভূত সরকারা নিয়ন্ত্রণ দরকার হবে। অনেক বৎসর, এমন কি শতাব্দীর পর ভারতে খানিকটা ভৌগলিক ও রাজনৈতিক একতা সংগঠিত হতে চলেছে এবং এটাকে উজ্জীবিত রাখ্‌তে একটা সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই কেন্দ্রীয় শক্তি জবরদস্তি করে বিভিন্ন অংশকে একত্রিত রাখ্‌বে। কেন্দ্রের এই শক্তি নির্ভর করছে, অংশগুলির বেশীর ভাগের অধিবাসীর মত ও ইচ্ছার উপর। ডক্টর কাটজু স্পষ্টভাবে বলেছেন, সর্ব্বসম্মত ও সর্ব্বশক্তিমান কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হবে সত্য, তবে এই কেন্দ্রীয় শক্তি নিশ্চয়ই জনগণের একটা বড় অংশের মত ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

অবশ্য এখানে একটা প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে, কোন একটা রাষ্ট্রের (State) বড় অংশের মত ও ইচ্ছা না থাকলে, অপর রাষ্ট্রসমূহের অধিকাংশের মত ও ইচ্ছা ঐ পূর্ব্বোক্ত রাষ্ট্রের উপর চাপানো হবে কিনা? একথার উত্তর নির্ভর করছে যে, সেই একটি রাষ্ট্রের মতামতের দ্বারা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র বিপন্ন হবে কিনা? কোন এক রাষ্ট্রের সাময়িক কার্য্য-কলাপের ফলে যদি কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয়, তবে সেই কার্য্যে তাড়াতাড়ি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সায় দেওয়া হয়ত সম্ভব হবে না, কিন্তু তাই বলে' এটাও আমরা আশা করতে পারি না যে, একটা রাষ্ট্রের সুদৃঢ় ও বিরুদ্ধ জনমতের বিপক্ষে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সেই রাষ্ট্রে পরিচালিত হবে। সুতরাং আমাদের মন্তব্য,—শাসনতন্ত্রে বাহ্যতঃ কোন রাষ্ট্রের ভারতের বাইরে যাবার কোন ব্যবস্থা বা উপায় দেখি না; তবে সুদৃঢ় কার্য্যকলাপের ফলে ও জনমতের চাপে বিনা সংঘর্ষে এও সম্ভব হতে পারবে ও সে ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের প্রথম সূত্রের সংশোধন করে নেওয়া যেতে পারবে। নতুন সাধারণ নির্ব্বাচনের (যা' আমাদের দেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থার সৃষ্টি করতে বাধ্য) ফলে ভবিষ্যৎ পার্লামেণ্টের কাঠামো একেবারেই বদলে যাবে, একথা মনে রাখতে হবে।

জনসাধারণের অধিকাংশের শুভেচ্ছা ও শুভবুদ্ধি না থাকলে, কোন শাসন-তন্ত্রই (সে যত উচু দরেরই হোক্‌) চালু করা যাবে না—শাসনতন্ত্রের অক্ষর

শাসনতন্ত্রের পৃষ্ঠাতেই লিপিবদ্ধ থাকবে। অনেকে বলেন নূতন শাসনতন্ত্রে একটী মাত্র পার্টির স্বরাজ ও পরে ডিক্টেটারী হবে। গণতান্ত্রিক যুগে কোন্ রাষ্ট্রে এই মেজরিটি শাসন নেই? তবে সব দেশেই জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষিত হয়। পার্লামেণ্টারী গভর্ণমেণ্ট ও শাসনতান্ত্রিক সংশোধন ব্যবস্থা—এই দুইটীই নতুন শাসনতন্ত্রে দেওয়া হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ায় আমরাও পরিবর্ত্তিত যুগ ও জনমতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অগ্রসর হতে পারবো। সুতরাং শাসনতন্ত্র ভাল কি মন্দ তা' নির্ভর করবে, যে গঠনমূলক মনোবৃত্তি নিয়ে সেই শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী করা হয় তার উপর।

ব্রিটীশ বা আমেরিকার শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে সেখানকার সদা সতর্ক ও বিবেচনাশীল জনমত। ভারতে সেই জনমতের একান্তই অভাব। সেই অভাবের মধ্যে যদি একটা অদৃঢ় ও নমনীয় শাসনতন্ত্র চালু করা হয় তবে জলের উপর শোলার মত শাসনতন্ত্র শুধু ভেসেই বেড়াবে। আর সুদৃঢ় জনমত না থাকলে, যত convention থাকুক না কেন, স্বেচ্ছাচার হওয়া সব দেশে সম্ভবপর। তাই আবার বলছি, শাসনতন্ত্রই বলুন বা শাসনতান্ত্রিক নীতিই বলুন, সবেরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সুচিন্তিত জনমতের উপর—এই জনমতের সম্মুখে প্রেসিডেণ্ট বা প্রধানমন্ত্রী সবাইকেই নত থাক্‌তে হবে।

ক পরিশিষ্ট

শাসনতন্ত্র চালু হবার পর—

ভারতীয় ইউনিয়ন

প্রেসিডেণ্টের নাম—ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সুপ্রিম কোর্টের চীফজাষ্টিস—ডাঃ হরিলাল কেনিয়া। অডিটর জেনারেল—শ্রীভি, এন, রাও। প্রধান সেনাপতি—জেনারেল কে, এম, কারিয়াপ্পা। পার্লামেণ্টের স্পীকার—শ্রী জি, বি, মবলঙ্কর ভারতের প্রধান মন্ত্রী—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সহকারী প্রধান মন্ত্রী—সর্দ্দার প্যাটেল। অন্যান্য মন্ত্রীদের নাম:—যানবাহন ও রেল—শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার। আইন—ডাঃ আম্বেদকর। স্বাস্থ্য—রাজকুমারী অমৃত কাউর। যোগাযোগ—জনাব রফি কিদোয়াই। বাণিজ্য—শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র নিয়োগী। শ্রম—শ্রীজগজীবন রাম। শিল্প ও সরবরাহ—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। দেশরক্ষা—সর্দ্দার বলদেও সিং। খাদ্য—শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম। শিক্ষা—মৌলানা আজাদ। পূর্ত্ত, খনি ও বিদ্যুৎ—শ্রীএন, ভি, গ্যাডগিল। ৪জন **মিনিষ্টার অব্ ষ্টেট্**—শ্রীমোহনলাল সকশেনা (পুনর্বসতি), শ্রী কে,

শান্তনম্ (রেলওয়ে), শ্রী আর, দিবাকর (সংবাদ ও বেতার) ও শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ (আইন পরিষদ)

২ জন **ডেপুটী মন্ত্রী**—শ্রীখুরসেদ লাল (যোগাযোগ) ও ডাঃ বি, কেশকর (পররাষ্ট্র)। এটর্নী জেনারেল—শ্রী এম, সি, শেতলবাদ।

রাষ্ট্রসমূহ

১ম ভাগের রাষ্ট্রগুলির গভর্ণরদের নাম উল্লিখিত হচ্ছে—আসাম—শ্রী শ্রীপ্রকাশ, বিহার—শ্রীএম, এস, আনে; বোম্বাই—রাজা শ্রীমহারাজ সিং; মধ্যপ্রদেশ—শ্রীমঙ্গলদাস পাকবাস; মাদ্রাজ—ভবনগরের মহারাজা (কর্ণেল রাও শ্রীকৃষ্ণকুমার সিংজী ভবসিংজী); উড়িষ্যা—জনাব আসফ আলি; পাঞ্জাব—শ্রীচণ্ডুলাল ত্রিবেদী, যুক্তপ্রদেশ—শ্রীহোমি মোদি, পশ্চিমবঙ্গ—ডাঃ কে, এন, কাটজু। **উক্ত রাষ্ট্রগুলির প্রধান মন্ত্রীদের নাম**—আসাম—শ্রীগোপীনাথ বড়দলুই; বিহার—শ্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ; বোম্বাই—শ্রীবি, জি, খের; মধ্যপ্রদেশ—পণ্ডিত রবি শঙ্কর শুক্ল; মাদ্রাজ—শ্রীকুমারস্বামী রাজা; উড়িষ্যা—শ্রীহরে কৃষ্ণ মহাতাব, পাঞ্জাব—ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব; যুক্তপ্রদেশ—পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ; পশ্চিমবঙ্গ—ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়।

২য় ভাগের রাষ্ট্রগুলির রাজপ্রমুখ ও প্রধান মন্ত্রীদের নাম যথাক্রমে—হায়দরাবাদ—নিজাম মীর ওসমান আলি খান ও শ্রীএম কে ভেলোডী। জম্মু ও কাশ্মীর—যুবরাজ করণ সিং ও জনাব শেখ মহম্মদ আবদুল্লা। মধ্যভারত সিন্ধিয়ার মহারাজ ও পণ্ডিত লীলাধর যোশী। মহীশূর—শ্রীজয়রাম রাজেন্দ্র ওয়াদিয়র ও শ্রীকে, সি, রেড্ডি। পাতিয়ালা ও পূর্ব্ব পাঞ্জাব রাজ্য—পাতিয়ালার মহারাজ ও সর্দার জ্ঞান সিং। রাজস্থান—লেঃ, জেঃ, শ্রীসভাই মানসিং ও শ্রী হীরালাল শাস্ত্রী। সৌরাষ্ট্র—লেঃ, জে, শ্রীদিগ্বিজয় সিংজী ও শ্রীইউ, এন ধেবর। ত্রিবাঙ্কুর—কোচিন—মেঃ, জেঃ, শ্রীবাল রামবর্মা ও শ্রীটি, কে, নারায়ন পিলাই।

৩য় ভাগের রাষ্ট্রগুলির চীফকমিশনারদের নাম—বিন্ধ্যপ্রদেশ—শ্রীএস, এম, মেটা, I. C. S আজমীর—শ্রীসি, বি, নাগরকর I. C. S। ভূপাল—শ্রীএন, বি, ব্যানার্জ্জী। কুর্গ—দেওয়ান বাহাদুর সি, টি, মুদালিয়র। দিল্লী—শ্রীশঙ্কর প্রসাদ I. C. S. হিমাচল প্রদেশ—মিঃ ই, পি, মুন। কচ্ছ—শ্রী সি, কে দেশাই I. C. S. মনিপুর—শ্রীহিম্মত সিংজী। ত্রিপুরা—শ্রীরঞ্জিত কুমার রায়, I. C. S।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের চীফ কমিশনার—শ্রী এ, কে, ঘোষ I. C. S।

খ পরিশিষ্ট

(১) ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের কাঠামো

ভারতীয় ইউনিয়ন

- গভর্ণর শাসিত রাষ্ট্র
- রাজ প্রমুখ শাসিত রাষ্ট্র
- চীফ কমিশনার শাসিত রাষ্ট্র
- আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

প্রেসিডেণ্ট — শাসন বিভাগ (Executive)

- ভাইস প্রেসিডেণ্ট (চেয়ারম্যান)
- মন্ত্রী-পরিষদ
- এটর্ণী জেনারেল

ভারতীয় পার্লামেণ্ট — আইন বিভাগ (Legislative)

- কাউন্সিল অব্ ষ্টেট্ স্
- হাউস অব্ পিপল্ (স্পীকার)

বিচার বিভাগ (Judiciary)

অডিটর জেনারেল	সুপ্রীম কোর্ট	পাব্লিক সার্ভিস কমিশন

(২) গভর্ণর শাসিত রাষ্ট্র

গভর্ণর

- মন্ত্রি-পরিষদ
- এড্ ভোকেট জেনারেল

রাষ্ট্রীয় আইন সভা

- লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিল (মাদ্রাজ, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, ও পাঞ্জাব) (চেয়ারম্যান)
- লেজিস্‌লেটিভ এসেম্বলী (স্পীকার)

একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল	হাইকোর্ট	পাব্লিকসার্ভিস কমিশন

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা—	লাইন—	অশুদ্ধ—	শুদ্ধ
Title	(২) নীচে	শ্রীলৈন্দ্রনাথ	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ
১	১	সালের এর	সালের
১	১৭	হিসাবাদ খতে	হিসাবে দেখতে
২	২৯	সদস্য সংখ্যা "মোট ৩০৮ জন ও" ইত্যাদি হইবে।	
৫	৩য়—	কুর্গ (৫৭৪)	কুর্গ (১৫৯৩)
ঐ	৩য়	দীল্লি	দিল্লী (৫৭৪)
”	২য়	ত্রিবাঙ্কুর কোচিন	ত্রিবাঙ্কুর কোচিন (৯১৪১)
”	৩য়	কচ্ছ	কচ্ছ(১৭২২৫)
”	৩য়	ত্রিপুরা	ত্রিপুরা (৪১১৬)
৭	২২	সংঘর্ষনা	সংঘর্ষ না ও
৮	২৫	অন্তবর্ত্তি-কালীন	অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন
৯	২৪	থাকা রকার	থাকা দরকার
১০	২৪	মানুষের	মানুষ
১১	১৮	প্রতিনিধি-কর্ত্তৃক	প্রতিনিধিগণ-কর্ত্তৃক
১৪	৩	অংশের	ভাগের
ঐ	৬	একজনক	একজন
”	১৮	প্রেসিডেণ্টের	প্রেসিডেণ্ট
”	১৮	পয়িষদে	পরিষদের
”	১৮	আবাহন, স্থগিত	আহ্বান বা স্থগিত করতে

"জয়-হিন্দ"